বাঙ্গালী চরিত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা ;
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী মেসিনপ্রেসে
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১২৯২ সাল।

সূচিপত্র।

১৪২৯

বাঙ্গালী চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাতা মুড়িবেন না।

প্রার্থনা।

আমাব একটি চাকবি চাই। কিন্তু কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে? এ ভবসংসাবে যে দিকে তাকাই, শূন্যময় বোধ হয়। ডাকিলে কেহ উত্তব দেয় না, তোষামোদ কেহ গ্রাহ্য কবে না, পায়ে ধবিলে, কাহাবও পা—পাষাণ নড়ে না। এ জগত আমাব পক্ষে এখন বিজন কানন। দুঃখিনী মাতা আজন্ম আশা কবিয়া আছেন যে, পুত্রেব বোজগাবেব ধনে সুখী হইবেন, এক্ষণে নিবাশ-ব্যঞ্জক দুই একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস দেখিয়া, আমার এক ছটাক বধিযা গাসেব বক্ত প্রত্যহ জল হইয়া যাইতেছে। পাঠাবস্থায় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে বলিতাম, "প্রিযে আব কিছু দিন সবুব কব, আব দুই বৎসব বাদে তুমি যে গহনা চাহিবে, আমি সেই গহনাই দিব, তথন আর বড় দোকানেব নসিবা

জোড়া চল্লিস নম্বরের কালাপেড়ে সাটী পরাইব না—ফরাসডাঙ্গা লালবাগানের ৫৲ টাকা জোড়া, মিহির উপর খাপ—মতিপেড়ে, কাশীপেড়ে, 'বেলবোড পেড়ে—কিমধিক, আর গোপালের তাঁতের সাত টাকা জোড়া ঘোর কালাপেড়ে কাপড় অষ্টপ্রহর পরাইব। (১) যখন নিমন্ত্রণ খাইতে কিম্বা পূজা দেখিতে অপরের বাটী যাইবে, তখন ঢাকাই কি বেনারসী সাটী তোমার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিবে। যদি আমার কটকে চাকরি হয়, তাহা হইলে কটকপ্রস্তুত সুবর্ণ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত বিবিধরূপ উত্তম উত্তম ফুল তোমার কুণ্ডলীকৃত কালবিষধরের তুল্য খোঁপায় বাহার দিবে।" কিন্তু হায়, এ সকল কথা এখন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। মনে করিয়াছিলাম, দুই বৎসর বাদে এত ঐশ্বর্য্য হইবে, কিন্তু এখন দু-দুগুণে চারি বৎসর গত হইল, তবু সে দিন আসিল না। পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছি, তবুও সে দিন আসিল না। কবে যে আসিবে, তাহাও জানি না। প্রিয়ার সেই অপরিস্ফুটিত, পরিপাণ্ডুমুখকান্তিতে কেবল মাত্র ব্যক্ত মনোভাব দেখিয়া, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগি-

(১) আমার এক বৃদ্ধপিতামহ ছিলেন। তিনি বলিতেন, গোপাল যেমন কাহার পাড় করিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। অপরের কালাপাড় ধোপে ধোপে বিগতশ্রী হইয়া ফেকাসে হইয়া যায়। কিন্তু গোপালের কালাপাড় প্রতি ধোপে আরও কৃষ্ণ বর্ণ হয়, চিক্কণ হয়, এবং তাহার উজ্জলতা বাড়ে। সে পাড় অক্ষয়, অব্যয়, এবং নিত্য। আমার কামিনীর একবার ঐরূপ কাপড় পড়িতে ইচ্ছা হয়।

য়াছে। এ ভগ্নদেহে, একবার ছয় মাস কাল জ্বর ভোগ করিতে হইয়াছিল, একটা দুর্ব্বুদ্ধি চাকর আমার সেবা শুশ্রূষা করিত, তার আশা ছিল যে আমার চাকরি হইলে বকশীশ লইবে। এখন সে কি মনে করে, এই ভাবিয়াই আমি পাগল। যখন আমি ১৪৲ টাকা জলপানি পাইলাম, তখন কলসীকাঁখে, হাস্যমুখী, পাড়ার যুবতীগণ জল আনিতে গিয়া, আমার কত গুণগান করিত, বলিত, ইহার স্ত্রী কতই না গহনা কাপড় পরিবে, কতই না সুখে থাকিবে। প্রতিবাসিনী বৃদ্ধারা ভাবিত, এইরূপ ছেলে হলেই মায়ের সুখ, এখন হইতে রোজগার আরম্ভ করিল। না জানি, ইহার পর কত উপার্জ্জন করিবে। আমার এক অতি বৃদ্ধা পিতামহী বলিতেন, "ভাই আমার আর কিছুই চাই না, কেবল তুমি শ্রীবৃন্দাবন বাসের খরচটা দিও।"

এখন আমি কাহাকে কি দি, কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাই না। এ ভাঙ্গাহাটে, এ বাকীপড়া-শিকস্তি মহলে কি আছে যে, অপরকে দিব? আমি নিজের জন্য বেশী দুঃখিত নহি, কিন্তু অনেকের যে আশা ভঙ্গ করিলাম, এই দারুণ দুঃখে আমার জীবনের মূল গ্রন্থি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হে ভগবান। কি পাপে বাঙ্গালির ছেলের এত কষ্ট এত যন্ত্রণা, এ দুর্ব্বহ দুঃখ' কই, আমিত কখন কাহারও ধার করিয়া খাই নাই? অসৎকর্ম্ম করিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিই নাই? আপনি বই কাহাকে কখন তুমি বলি নাই। উচ্চচক্ষে কখন কোন যুবতীর পানে চাহি নাই। নিরীহ ভাল মানুষটীর মত পাড়ায় থাকিতাম, এবং নিজ পাঠে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিতাম। কিছু কম

চৌদ্দ বৎসর নারীর মুখ না দেখিয়া, একরূপ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া, রাত্রে না ঘুমাইয়া, বহুকষ্টে, বহুপরিশ্রমে, বহুযত্নে "এম্ এ" উপাধি লাভ করিলাম, তবুও চাকরি হইল না।—এক পয়সাও উপায় করিতে পারিলাম না। প্রণয়িনীর অলঙ্কার দূরে যাউক, এখন খাই কি? অন্ন-চিন্তা চমৎকার এ জর্জ্জরিত দেহে একাধিপত্য লাভ করিতেছে। ইহা ব্যতীত, বাবা আজ কাল এক খানা ফর্দ্দ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন -তিনি বলেন, আমার নন্দদুলালকে লেখা পড়া শিখাইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। তাই বলি, আমার একটি চাকরি চাই। তোমরা যে কাজ করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব। অগো পাড়াপড়শীরে, কেউ আমাকে চাকরি দেবে কি গা?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আর চলে না। মুখে অন্ন রুচে না। বাপের ভাত খাইতে লজ্জা করে। পঁচিশ বৎসর হইল, এক পয়সাও আনিতে পারিলাম না। লোকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। কোথা চাকরি পাই, কোথা চাকরি পাই, এই চিন্তানলে শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। দিন আর যায় না। এক দিবস একজন বন্ধু উপদেশ দিলেন, যে তুমি 'এডুকেশন-গেজেট' দেখিতে আরম্ভ কর—তাহাতে অনেক চাকরি খালির বিজ্ঞাপন

থাকে। তাহাই করিলাম। দেখিলাম, ৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বোক ৪৫৲ টাকা অবধি, অনেক চাকরি প্রতি সপ্তাহে খালি হয়। মনে বড ক্ষোভ হইল। ধারণা ছিল যে, এত 'পাস' করিয়াছি, নিদান পক্ষে ১০০৲ টাকার কম মাহিনার চাকরি কখনই করিব না। পিতা মাতার যে কি ধারণা ছিল, তাহা বলিয়া আর এখন লোক হাসাইব না। কিন্তু গতি নাই—'দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি নাশি'। দরখাস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবে না, ডেবিসিকার টিকিট খরচ করিলাম। চাকরি হওয়া দূরে থাক, একখানা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলাম না। মনে মনে বড সন্দেহ হইল—ব্যাপারটা কি? গেজেটের এসব ভৌতিক কাণ্ড নাকি? বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, বিজ্ঞাপিত চাকরিগুলি অনেক সময়ে খালি হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বেই লোক বাহাল হইয়া যায়।

তখন আবার মনে বড ভাবনা উপস্থিত হইল। কি করি! একজন বৃদ্ধের পরামর্শ অনুসারে, বাস্তচক্রের ইনস্পেক্টরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। ক্রমে তাঁহার নিকট বড আশা পাইলাম। ছয়মাস আনাগোনা করিয়া একজোড়া জুতা ছিঁড়িলে, শীতলগ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ৬০৲ টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষকের পদ একটি খালি হইল। ছয়মাস আনাগোনা, তোষামোদ, এবং তদুপরি দুইজনার অনুরোধ--এই ত্র্যহস্পর্শ একত্র হইলে, ইনস্পেক্টর মহোদয় সদয় হইয়া আমাকে বাহালি পরওয়ানা দিলেন। নন্দদুলাল জয়চাদের সে দিবস কি আনন্দের দিন! বিদ্যাশিক্ষার প্রথম

ফল, মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রী পুত্রদ্বারা সম্মানিত হইবার একমাত্র অদ্বিতীয় উপায়,—অর্থোপার্জ্জনের দ্বার অদ্য মুক্ত হইল।

বাহালি পরওয়ানা হাতে করিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করত একেবারে কামিনীর চরণ-প্রান্তে তাহা ফেলিলাম, বলিলাম "প্রিয়ে, গহনার ফর্দ্দ দাও, আজ হইতে অভাব মোচন হইল।" কামিনী তামাসা বিবেচনা করিয়া, কিম্বা অর্থহীন হইলে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয় মনে মনে ভাবিয়া, আমাকে পাগল ঠিক করত বিরক্ত ভাবে তথা হইতে উঠিয়া গেল। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম। ভাবিলাম একি? ইহাকেই বলে হরিষে বিষাদ। এই আপোপ্লেক্সি রোগে পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যু হয়। আমি ত কোন্ কীটাণুকীট। সকল চিন্তা দূরে গিয়া আমার মরিবার বড় ভয় হইল। হায়রে "* * * অমৃতে উঠিল হলাহল"। একটু কাঁদিলাম। মনকে দৃঢ় করিলাম। ধমনীতে আর্য্যশোণিত বহিতে লাগিল। বুঝিলাম কামিনী আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, একপ করিয়াছে—অতএব দণ্ডার্হা নহে। অবশেষে স্থিরচিত্তে, গম্ভীর প্রকৃতিতে বাটীর প্রত্যেক পরিজনকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম, যে আমার চাকরি হইয়াছে। সে দিবস মদীয় ভবনে আর আনন্দের অবধি রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে, উন্নত-ললাটে প্রভাতচন্দ্রবৎ দধির ফোঁটা লাগাইয়া, মাতাকে প্রণাম করিয়া, প্রণয়িনীর সহিত কেবল মাত্র নয়নে নয়নে হানাহানি করিয়া, যাত্রা করিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে,—প্রায় দুই ঘণ্টা। ইত্যবসরে একটী ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হইল। ক্রমে তিনি জানিলেন যে, আমি শীতলগ্রামের প্রধান শিক্ষক। তখন তিনি গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, চক্ষুমুদ্রিত করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে, বলিলেন "মহাশয়, এমন কাজ আপনি কদাচ করিবেন না,—এ হতভাগা তিন মাসকাল, ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শেষে আসিবার সময়, মুদী, উঠনার বাকার দরুণ, চিরসঞ্চিত, দরিদ্রের কাঞ্চন কতকগুলি পুস্তক আটক করিয়া রাখে।" অনেক কথাবার্ত্তার পর, শেষে সমস্ত রহস্য অবগত হইলাম। বলিলাম আমি এই পথেই গৃহ প্রস্থান করিব।

ভদ্র লোকটির নাম রসিকদাস,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের 'বিত্র'। তাঁহারও যে দশা, আমারও সে দশা। দুজনে বড় মাখামাখি আলাপ হইল। একবার কোলাকুলি করিয়া খানিক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। কণ্ঠেয় অগ্নি ছিল, তাহার সাক্ষাতে, পরস্পরে বলিলাম, তুমি আমার সাঙ্গাত, আমি তোমার সাঙ্গাত।

খিড়কীর দ্বার দিয়া বাটী আসিয়া একবার ভাবিলাম, আর চাকরি করিব না। কিন্তু না করিয়াই বা কি করি? স্থির করিলাম, এবার ছোট পাখা ধরিব না, চাকরির খনি 'ডাই-রেক্টরের' নিকট যাইব। ৩।৪ বার আনাগোনা করাতে দয়ালু বদান্য উড্রো সাহেব বলিলেন "তোমার যদি খরচের বেশী আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পকেট হইতে ৫৲ টাকা দিতেছি, গ্রহণ কর। আর যতদিন না তোমায় চাকরি করিয়া

দিতে পারি, ততদিন তোমাকে ৫৲ টাকা করিয়া দিব। তুমি মাসে মাসে একবার করিয়া আসিও।' আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। অভিমানে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম এ কি?—ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষা লঘু। শেষে কি ভিক্ষা ব্যবসায় হইবে? এ জীবনকে ধিক্! মাতঃ বসুন্ধরে দ্বিধা বিভক্ত হও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিব। ইহজগতে, এ জনমতঃখীর আর শান্তি স্থল কোথাও দেখিতেছি না।

পরিশেষে সাহেব মহোদয়কে বুঝাইয়া বলিলাম "আমার টাকার আবশ্যক নাই, চাকরি খানি হইলে দিবেন।" ইহা বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম। শীঘ্রই উড্ সাহেবের মৃত্যু হইল—আমিও বাঁচিলাম। তার পর ডাইরেক্টরী আফিসে দখল পাইলাম না।

দেখিলাম সকল দিক বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই। বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, পরাধীনতা বড় কষ্ট। পরের তোষামোদ করিব না। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিব। স্বাধীন ব্যবসায় কি?—ওকালতী। ওকালতীতে বড় মজা। যে দিন ইচ্ছা শ্বশুর বাড়ী যাও—দুই দিন কামাই করিলেও কেহ কৈফিয়ত তলব করিবে না—না হয় দশ টাকা ক্ষতি—তাহা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু উকীল হইতে হইলে, কলেজে আবার ভর্ত্তি হইয়া মাহিনা দিয়া দুই বৎসর পড়িতে হইবে। বাবার নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা করে, এবং চাহিলেও যে তিনি আর দেন, এমত বোধ হয় না। নিতান্ত মুখ-নষ্ট করা মাত্র।

স্থির করিলাম ভারতবর্ষের প্রধান নগর কলিকাতায়

যাইয়া একবার অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিব। এবং তথায় যদি কোন সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন পড়িব। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে রসিকদাস, বি, এ, সাঙ্গাতের সহিত দেখা হইল। দেখিলাম তিনি চাকরির জন্য ঘুরিতেছেন। প্রত্যহ দশটার সময়, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে উত্তমরূপ আহার করিয়া, চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হন—সন্ধ্যা বেলা শুষ্কমুখে একপাধূলার সহিত ক্ষুধায় আকুল হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে সিকি-পেটা জল খাবার খাইয়া, ভারতমাতার উন্নতির জন্য ব্যতিব্যস্ত হন। বিশেষ পরিচয়ে জানিলাম, এখানেও আমার যে দশা সাঙ্গাতেরও সেই দশা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন-বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন—এবং যাহাতে বাসা খরচ বাটী হইতে আনিতে না হয়, এই জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলিলাম "সাঙ্গাত ভাই ' তুমি আমারও জন্য একটা চাকরির অন্বেষণ করিও,—আমি কিছু কাহিল আছি, আজ কাল বাজারে বাহির হইতে পারিব না।"

এইরূপে দুই জনে কিছু দিন কলিকাতার শোভা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গলি, ঘুঁজি,সদর রাস্তা সকল প্রকার পথ নখদর্পণে দেখিতে লাগিলাম। তবু কেহ ডাকিল না। শেষে বোধ হইল যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাড়ী পাক পাইয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইতেছে। মন বড়ই খারাপ হইল। চাকরি চাকরি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইব নাকি? আইন পড়িব কি না, এই দারুণ চিন্তা মনোমধ্যে

উদয় হইল—কারণ, দেখিতেছি, উকীল হওয়া ভিন্ন চাকরির অন্যতর উপায় নাই। কিন্তু টাকা কোথায়? ভাবিলাম পিতার নিকট গিয়া পায়ে ধরিয়া বলিব, "পিতঃ! আমাকে আর দুই বৎসর কাল পড়ান, তৎপরে উকীল হইয়া সকল দুঃখ মোচন করিব।" ইহাতেই কৃতসঙ্কল্প হইলাম, সাঙ্গাতও মত দিলেন।

সেই দিবস বৈকালে, গঙ্গার ধারে দুসাঙ্গাতে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ঈশগান গাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগতা। ক্রমে একটু রাত হইল। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বাসার দিকে ধাবমান হইলাম। দেখিলাম, নগর আলোকময়। পথের জনতা তখন ঘুচে নাই—সমস্ত লোকই নিজ নিজ কাজে বিব্রত। দেখিলে বোধ হয় যেন চারিদিকেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বিরাজিতা। কেবল এ অভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের এখানে কোন কাজ নাই। আমরা কলিকাতায় এক-ঘরে।

পথ ভুলিয়া, ক্রমে এক অন্ধকারময়, অপ্রশস্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট গলিতে গিয়া পড়িলাম। যতই অগ্রসর হই, ততই তিমির-রাশি আরও গাঢ়তর হইয়া গায়ে যেন বাজিতে লাগিল। ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাগম বন্ধ হইল। বড় ভয় হইল। ইহাই কি নরক গমনের পথ? অর্দ্ধ ক্রোশ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, দূর হইতে একটি আলোক দৃষ্ট হইল। সাহস পাইয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে একটি বৃহৎ উদ্যান। ফটকে একটি আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। অনুভবে জানিলাম, ভিতরের দিক হইতে অর্গল-

বদ্ধ। "নিরাশ্রয় পথিকদ্বয়, বিপদে পড়িয়াছি, দ্বার খুলিয়া দাও," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল,—ব্যাপারটা কি? অবশ্যই ইহার ভিতর লোক আছে। বাগানের প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ছিল। সাঙ্গাত আমার স্কন্ধে চাপিয়া বহুকষ্টে তদুপরি উঠিলেন। দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মিট মিট করিয়া একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। কিন্তু মনুষ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না—নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। অবশেষে পর্য্যালোচনা দ্বারা বোধ হইল যে, উদ্যানের প্রান্তভাগে, অর্দ্ধক্রোশ দূরে, ঈশান কোণে, একটা অগ্নি জ্বলিতেছে। ক্রমে ক্রমে সে অনল বর্দ্ধিতায়াতন হইল। শবদাহের কাণ্ড বলিয়া বোধ হইল। সেই বিজন উদ্যানে অন্ধকার মধ্যে, প্রাচীরে দণ্ডায়মান দুইজনে—একলা। সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া, অতিকষ্টে বহুপরিশ্রমে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া, সেই প্রজ্জ্বলিত বহ্নির দিকে ধাবমান হইলাম। নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, অননুভূত, এবং মানববুদ্ধির অগোচর।

দেখিলাম অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ, শ্বেত প্রস্তরে গ্রথিত চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ পরিসর বেদীর উপর দুই অঙ্গুলি ঘন বালির রাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। তদুপরি স্তূপাকার চন্দনকাষ্ঠ সাজান। মধ্যে মধ্যে ধূপ, ধূনা, গুগ্গুলের সমাবেশ। তদুপরি সদ্যোজাত-মাখম-গলান, সুগন্ধ-যুক্ত, গাওয়া ঘৃত, অকাতরে গড়াইতেছে। তদুপরি শব। এ শব, মনুষ্য নহে,

পশু নহে, পক্ষী নহে, পৃথিবীর প্রাণবিশিষ্ট কোন জীবই নহে। ইহা অচেতন পদার্থ—রাশীকৃত বিবিধবর্ণের বিবিধ আকারযুক্ত পুস্তক। তদুপরি আবার ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেখিলাম, কেবল একজন মাত্র, ক্ষীণাঙ্গ, গোঁফদাড়িবিশিষ্ট যুবা পুরুষ এসমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার পরিধান পেণ্টুলন, চাপকান্ এবং তদুপরি রেশমি চোগা। মাথায় শালের পাগড়ী। দক্ষিণ হস্তে দুই খণ্ড কাগজ।

সেই জন্তু-শূন্য প্রদেশে, অমাবস্যার রাত্রে একটি তেঁতুল বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, আমরা দুই জনে সেই ভৌতিক কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন নিম্নদেশের চন্দনকাষ্ঠ ধরিয়া কেবল দুই একখানি পুস্তক পুড়িয়াছে মাত্র। যুবা পুরুষ আবার এক কলস ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, এবং একসের আন্দাজ ধূনা ছড়াইয়া দিলেন। অগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্ল-চিত্তে সেই বেদীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সপ্তমবারে, দক্ষিণ হস্তস্থিত দুই খণ্ড কাগজ, বক্ষে স্থাপন করিয়া, সেই প্রদীপ্ত বৈশ্বানর-মুখে ঝম্প দিবার উপক্রম করিলেন। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, দ্রুতগতি গিয়া, তাঁহাকে ধরিলাম। তিনি, 'কে তুমি' বলিয়াই অচেতন-প্রায় হইলেন। আমি আস্তে আস্তে ধরিয়া তাঁহাকে আমার কোলে শয়ন করাইলাম। সাঙ্গাতকে বলিলাম, "ভাই শীঘ্র একটু জল আনয়ন কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধীবে ধীবে সেই ভূ-লুণ্ঠিত মৃতপ্রায় অবসন্ন দেহ হইতে বস্ত্রাদি খুলিতে লাগিলাম। সাঙ্গাত আসিয়া তাঁহাব চক্ষে ও মুখে জল দিলেন। তালবৃন্তেব অভাবে আমি, আমার শতধা ছিন্ন চাদরের দ্বারা বাতাস কবিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনি চক্ষু মেলিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আপনাবা কে ?" আমি বলিলাম "মহাশয় স্থির হউন, কথা কহিবেন না"। তখন তিনি তীব্র-স্বরে ভ্রূকুটি কবিয়া কহিলেন, "আপনাবা অতিশয় নিষ্ঠুব, যাহা করিবাব নয় তাহাই কবিলেন। আব কেন, আমাকে ঐ গৃহে লইয়া চলুন।"

আমরা দুইজনে ধরাধবি কবিয়া, তাঁহাকে সেই উদ্যান মধ্য-স্থিত অট্টালিকার ভিতর লইয়া গেলাম। একটি ঔষধ পাত্রে ব্রাণ্ডি আছে বলিবা বোধ হইল। কিঞ্চিৎ তাঁহাকে সেবন করাইলাম। তিনি, সেবনান্তে, ক্রমে একটু বল পাইলেন—মনেও স্ফূর্ত্তি হইল। তখন আস্তে আস্তে দুই একটি কথা কহিয়া, আমাদেব পবিচয় জিজ্ঞাসা কবিলেন। বলিলাম "মহাশয়, পথ ভুলিয়া এদিকে আসিয়া পড়িয়াছি।" "আপনি কে ?" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত হইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন ক্ষমা করি-বেন,—আমার আত্ম পবিচয় দিতে ইচ্ছা নাই—আব এ অভা-গার পবিচয় লইয়াই বা কি ফল ?" আমাদেব কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে, পুনঃপুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলাম।

তখন তিনি পালঙ্কোপরি বীরাসনে উপবেশন করিয়া মুদ্রিত-নয়নে এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার নাম শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ। পিতার নাম ৺গৌরহরি ঘোষ। নিবাস কলিকাতা। বয়স ২৯ বৎসর ৩ মাস। জাতি কায়স্থ—মুখ্য কুলীন। পেশা—নাই। পিতার আমি একমাত্র পুত্র। আমার ৪ টি মাত্র কন্যা সন্তান।

"পিতা আমার সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঢের টাকা উপার্জ্জন করেন, ঢের টাকা ব্যয়ও করেন। আমি আদরের পুত্র ছিলাম —ঘনদুধ, সর, চাঁচি, ও মাছের মুড়ার কেহ অংশীদার থাকে— নাই। পিতা মাতার স্নেহে, যত্নে এবং ভালবাসায় লালিত হইতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলাম, শিক্ষক বলিতেন 'এমন ছেলের যোড়া নাই।' কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর পড়িল। পিতার অনেক বন্ধু বান্ধবে আমাকে চাকরি করিতে বলিলেন, আমি তাহাদের কথা না শুনিয়া পড়িতে লাগিলাম। পৈতৃক ধন বিনষ্ট করিয়া, এ ভারতে ইংরাজ রাজত্বে যে কয়টি পাশ করিতে হয়, তাহাই করিলাম। যে বৎসর 'ষ্টুডেণ্টশিপ্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সে বৎসর কলিকাতায় সাহিত্যচক্রে আমার নামে একটা টি টি উঠে। আমি সাত পাঁচ না ভাবিয়া, মনে করিলাম, আমি একটা কি হইলাম,—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পাইব, কি স্বর্গ হইতে সুধালোলুপদানবগণকে তাড়াইব, কি মরা মানুষকে জীবন্ত করিব?

"কিছু দিন পরে, উকীল হইয়া, হাইকোর্টে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যহ, আদালতের বাহার, জজের

বাহার, জনতা, গোলমাল, সাহেবের বক্তৃতা, বাঙ্গালির বক্তৃতা দেখিয়া শুনিয়াই মনকে সন্তুষ্ট করত শুষ্ক মুখে গৃহে প্রত্যাগমন করি। একদিনও কেহ কথা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল না, 'আপনি কি করিতে এখানে আসেন'। প্রত্যহ আমার মত—উদরে অন্ন নাই, বাহিরে চিকণ—কতকগুলি উকীলের সহিত এয়ারকি দেওয়াই আমার কাজ হইল। কিন্তু এমন করিলেও ঘর চলে না, এবং দিনও যায় না। কদাচ, ছয় মাসে, নয় মাসে, অনুগ্রহে, উপরোধে দুই একটি মোকদ্দমা পাইতাম—কিন্তু পয়সা একটী কখনও পাই নাই। পৈতৃক ধনে লেখা পড়া শিখিয়াছি, এক্ষণে পৈতৃক ধনেই চাকরি করিতেছি। পৃথিবীতে এ রহস্য বুঝিবার লোক কয় জন আছেন?

"একদা কোন স্থানে (নাম করিবার আবশ্যক নাই), ১১০৲ টাকা মাহিনার একটি চাকরি খালি হয়। ২৪৯ খানি দরখাস্ত পড়ে। মন্দভাগ্য আমিও নিরুপায় ভাবিয়া এক খানা দরখাস্ত করিয়াছিলাম। প্রধান সাহেব, সিংহাসনারূঢ় হইয়া সকলের সমক্ষে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এ কাজের প্রধান যোগ্য পাত্র, তোমাকে রাখিয়া আমি এ কাজ কাহাকেও দিতে পারি না, কিন্তু দিব না। তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা, তাহার সম্ভ্রম অলৌকিক—এ লোক জগতে দুর্লভ। এমন কি অনেক সময় আমারই ইচ্ছা হয় যে, তোমাদের ও জগনমান্য, মহামূল্য পদের সহিত, আমার এ অকিঞ্চিৎকর পদ বিনিময় করি। হে মুগ্ধ! এ সামান্য মূল্যের চাকরির জন্য, সেই দেবদুর্লভ বৃত্তি ত্যাগ করিলে, তোমার কলঙ্ক, তোমার দেশেরও কলঙ্ক, তোমাদের সমস্ত

জাতির উপর কলঙ্ক হইবে,—অতএব আমি দিতে ইচ্ছা করি না—কি বল?" আমি আর দ্বিরুক্তি না কবিয়া, সাহেবকে সেলাম করিয়াই তথা হইতে প্রস্থান কবিলাম। মনে একটা কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইযাছিল, তাহাতে তখন চক্ষে ভাল দেখিতে পাই নাই—তজ্জন্য দেবালে মাথা ঠুকিয়া পডিয়া যাই। এক ঘব লোক—সকলেই খল খল কবিযা হাসিয়া উঠিল—শুনিলাম বডসাহেবও ঈষৎ মুচকি হাসিয়াছিলেন।

"পসার না হইবাব কাবণ কিছুই স্থিব কবিতে পাবিলাম না। অনেকে বলিল যে, আমি আইন জানি না। অনেকে আমাব মুখচোবা অপবাদ দিল। অনেকে আমাকে বিলাসী ও বাবু বলিল। এইরূপ কিছু দিন গোলমালে যায়—কিছুই ঠিক হয় না, শেষে সকলে একমতাবলম্বী হইয়া বলিলেন যে, আইনেব কুটতর্কে আমাব ক্ষমতা নাই—নচেৎ অপব দিকে আমি মন্দ নহি। আমাব আবশ্যক মত গৃহস্থ ঘবে যেরূপ থাকিতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি আইন ছিল। কিন্তু আমাব বন্ধু বান্ধবের তাহাতে মন উঠিল না। তাঁহারা আমাকে বাশীকৃত আইন খবিদ কবাইবাব জন্য সচেষ্ট হইলেন।

এমন সময়, কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন অতিবৃদ্ধ সাহেব-বারিষ্টব বিলাত যাইবে বলিয়া জনরব উঠিল। তিনি, সমস্ত আইন নিলাম করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। আমি সঙ্গে নগদ টাকা লইয়া, কতকগুলি বন্ধু-পবিবেষ্টিত হইয়া, নিলামেব স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুই হাজাব সাত শত টাকার পুস্তক কিনিলাম। লোকে বলিল দশ পনর হাজার টাকাব পুস্তক পাইয়াছি।

"স্ত্রীকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিয়া, তিন বৎসর কাল, সেই সমস্ত আইন বহু পরিশ্রমের সহিত, কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া, পড়িলাম। তথাচ পসার হইল না। এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে, মাথা ঘোরার ব্যারামটা কিছু বৃদ্ধি হইল।

"ক্রমে পুস্তক পড়িতে আব ভাল লাগিত না। এমন কি, দেখিলেই বিবক্ত বোধ হইত। কখন কখন পুস্তক গৃহে প্রবেশ কবিয়া আলমাবি-ভরা বই দেখিয়া কাঁদিতাম। কখন বা ক্রোধে বলিতাম, 'বে দুশ্চরিত্র পুস্তক সকল, তোমরা - নিতান্ত অপদার্থ, তোমাদের কোন গুণ নাই—অসার। আমি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত, তোমাদেব জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম—তবুও নিষ্ঠুর! তোমবা সুফল প্রদান করিলে না। রৌদ্র, শিশির, শীত, গ্রীষ্ম, ঝড, তুফান, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, বোগ, শোক প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেবিত তপোবিঘ্নকারী দৈত্যগণকে পরাস্ত কবিয়া, ঐকান্তিক মনে তোমাদের সেবা কবিলাম, তথাচ তোমরা সদয় হইলে না। তোমরা নেহাইত বেইমান। তোমাদেব ইহকালও নাই, পরকালও নাই।'

"ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি কমিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকাব দেখিতে লাগিলাম। মানসিক বৃত্তি সমস্তই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ভবলীলা সাঙ্গ হইল নাকি? মনে হইল সত্য সত্যই শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত। তবে বৃথা আর এ দেহভার বহন করি কেন?—আমি মরি না কেন? মৃত্যুই শ্রেয়—স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু ইহজীবনে যাহারা একমাত্র অবলম্বন ছিল,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে,

নির্জ্জনে, লোকালয়ে, গৃহে, অরণ্যে, যাহাদের সহিত এক দণ্ডও বিচ্ছেদ ঘটে নাই—যাহারা আমার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, অন্তরের ভিতর অন্তরে মিশাইয়া আছে, তাহাদিগকে আমার এ অন্তিমকালে কোথায় ফেলিয়া যাইব? যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহাদের থাকিয়া ফল কি, কিম্বা তাহাদের অবর্ত্তমানে আমার বাঁচিয়া ফল কি? অতএব আমি তাহাদের সহিত সহমৃত হইব। তদনুযায়ী, আমার নিজ পুস্তকালয় হইতে, সমস্ত পুস্তক লইয়া, এই নিভৃত উদ্যানে 'শ' সাজাইলাম। 'শ' সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন তন্মধ্যে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছি, আপনি আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ধরিলেন। যে দুই খণ্ড কাগজ আমার হস্তে ছিল, তন্মধ্যে একখানি 'ষ্টুডেণ্টশিপ্' পাশের রসিদ, অপরখানি বি, এল, পাশের রসিদ। সহমরণ কালে, এই দুই খণ্ডকেও ভস্মীভূত করিবার নিতান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু আপনারা আমাকে বাধা দিলেন।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। ঘোরতর অন্ধকার। আমরা তখন আর বাসায় গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। সেই উদ্যান মধ্যস্থিত অট্টালিকায়, দ্বিতলে কোন এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, আমরা তিনজনে এক শয্যায়, এক মশারির ভিতর, এক বালিসে, এক লেপে শয়ন করিয়া গল্প করিতে করিতে সুখে নিদ্রা গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা কার্ত্তিকবাবুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, আমাদিগকে ধন্য বলিয়া মানিলাম। স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া কার্ত্তিক বাবুও বিশেষ অনুতাপ করিতে লাগিলেন—"কি করিতে ছিলাম?—কাজটা বড়ই মন্দ হইতেছিল—লোকে শুনিয়াই বা কি বলিবে?" শেষে আমাদিগের নিকট হইতে উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কার্ত্তিক বাবু বড় সৎলোক। নিতান্ত অমায়িক। সেই টুকটুকে মুখখানিতে মৃদুমন্দ হাসিয়া হাসিয়া বাক্য নিঃসরণ, কতই মধুর। তাঁহার কথাবার্ত্তা—গল্প, শ্রোতার মনোমোহনকারী। সেই সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় চাহিয়া, তিনি যখন যাহার উপর ক্রোধ বা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, সে ব্যক্তি অমনি তাঁহার বশ হইত। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। তিনি আমাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। আমরাও তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না। কার্ত্তিক বাবুর পিতার আমলের একখানি ঘোড়ার গাড়ি ছিল; আপাতত অশ্বটী কিছু কাহিল। আমরা তিনজনে, প্রত্যহ বৈকালে, শকটারোহণে, সহরময় বেড়াইতাম। মাসের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে আমাদের চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রূপ ৮২ সিক্কার ওজনে আহারটা হইত। কার্ত্তিকবাবু সর্ব্বদাই বলিতেন যে, আমি আপনাদের সহিত মিলিয়া, আছি ভাল,—আমার অন্তর্দ্দাহ একরূপ রোগ

জন্মিয়াছিল, সেটা এখন অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কার্ত্তিক বাবুর পরামর্শে, সাঙ্গাত প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ হইতে নাম কাটাইলেন। আমিও, আইন শিক্ষার্থ কলেজে ভর্ত্তি হইতে ক্ষান্ত হইলাম—এ দগ্ধ অদৃষ্টে সে সাধ পূরিল না। তিনজনে একত্র হইয়া কেবল মুখামুখি কবিয়া বসিয়া গল্প করিতাম। গল্প করিতে করিতে কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনেব ন্যায় জলিয়া উঠিতাম, কখন বা গম্ভীর স্বরে অথচ ধীরে ধীরে এক জন বলিত, দুইজনে শুনিত, কখন বা সকলেই এককালে চীৎকার করিয়া উঠিত। কখন বা একজনের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে দুইজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু একজনই উভয় যোদ্ধাকে পবাভূত কবিয়াছে। ক্রমে আমার বক্তৃতা শক্তি কিছু স্ফূর্ত্তি লাভ কবিতে লাগিল।

"ইহ'জগতে জগদীশ্বরের প্রধানতম জীব, মনুষ্য। মনুষ্য নিজ বুদ্ধিবলে পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত জীবের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে; সকলকে পদতলে রাখিযাছে, সকলের উপর হুকুম চালাইতেছে। অশীতি লক্ষ যোনি পবিভ্রমণ করিয়া, এ সুদুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। এমন জন্ম আর পাইব না। এ পুণ্য ভূমিভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যদি মনুষ্য জীবন বিফলে যায়, তাহা হইলে, অনন্তকাল নরকে পচিতে হইবে।

"দুর্ভাগ্যবশত, এ পাপ কলিকালে মনুষ্য অন্নজীবী। আহার না পাইলে, দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। কিন্তু পবমেশ্বরের রচনা এরূপ কৌশলময়ী, যে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য মানবজাতির চারিদিকে বিদ্যমান, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া

যায়। সম্মুখে তপ্তকাঞ্চননিভ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি, রসগোল্লা বর্ত্তমান; কিন্তু হস্ত বাতে পঙ্গু, নাড়িবার শক্তি নাই। আমার মনের সাধ মনেই মিলাইয়া গেল। ঐ দেখ. কোন নবাবপুত্রের—কোমরে গোট,—সিঁথাকাটা,—গায়ে পিবিহান—লম্বাকোঁচা,—কাকপক্ষবিশিষ্ট চাকর আসিয়া, ঠনাৎ কবিয়া ১৲ টাকা ফেলিয়া দিয়া দুইসের বসগোল্লা নির্বিঘ্নে লইয়া চলিয়া গেল। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ কবিয়া চাহিয়া রহিলাম। আফ্‌সোসে, দুঃখে বক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল। ডাহিনা বামে, বলবীর্য্য-রূপগুণবুদ্ধি-বিবেচনা,—আয়ুযশোদাতা মাংসের কালিয়া। পঙ্গু আমি, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন কবিযাই বসনাকে পবিতৃপ্ত হইতে বলি। বসনা, তাহাতে কেঁদে কেঁদে পৃথিবীকে ভিজাইয়া কাদা কবে। আবার দেখ, ঐ সাদাপাগড়ী মাথায়, পেণ্টুলন চাপকান-পবা, দিল্লীর নাগবা জুতা পায়ে, কোমরে চাদর বান্ধা, শ্বেতকায পুরুষের চাকব সমাংস ঝোল টুকু সমগ্র লইয়া যায়। সাঙ্গাত ধবহে, পলায় যে? সাঙ্গাত বলিল, 'ভাই! আমাবও হাতে ঐ বাত ধবিয়াছে।' বাস্তবিক এজন্যটা আমবা শাবীবিক ও মানসিক বাতে মাবা গেলাম।" কার্ত্তিকবাবু ঈষৎ মুখ টিপিযা হাসিলেন। "কার্ত্তিক বাবু এ হাসিবাব কথা নহে। আপনাব হাসি অপর সকল সকল সময় ভাল লাগে, কিন্তু এ সময় সহ্য হয় না। দেখুন এ পঙ্গু বাতেব প্রতীকাব না করিলে, ভারতেব বার আনা লোক অনাহাবে মবিবে, দুঃখে শৃগাল কুক্কুর পর্য্যন্ত কাঁদিবে, ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে কবিয়া, 'হা অন্ন, হা অন্ন' বলিযা দ্বাবে দ্বারে বেড়াইলেও, মুষ্টি পর্য্যন্ত মিলিবে না। আমাদের এরূপ সময় উপস্থিত হইবার আর বড বেশী বিলম্ব নাই। মানব দেহ লইয়া

জন্মগ্রহণ করিয়া যদি অঙ্কুরেই আহারাভাবে মর, সন্তান সন্ততিকে দুগ্ধ বিনা বাঁচাইয়া রাখিতে না পার, তাহা হইলে কৃমি দেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল রৌরবে বাস করা সহস্রগুণে ভাল। মনুষ্য জীবন যদি সার্থক করিতে না পারিলে, তবে বাঁচিয়া ফল কি? সার্থক করা দূরে থাকুক, যদি আহারাভাবে পশু দেহেরই ভার বহন করিতে না পার, তাহার যে কি দন্ড, তাহা জানি না।"

দেখিলাম কার্ত্তিক বাবুর গণ্ডস্থল বহিয়া বারিধারা পতিত হইতেছে। রুমাল দিয়া মুখ পুঁছিয়া অতি ধীরে বলিলেন, "আমি বড় দুঃখেই হাসিয়াছিলাম, যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন।"

সাঙ্গাত বলিলেন "তোমরা দুজনে আজ যে নেহাইত বাড়াবাড়ি করিলে দেখিতেছি। মিছা ভাবনা ভাবিয়া, মিছা গোল করিবার আবশ্যক কি? এ ভারতে কেহ আর খাইতেছে না, পরিতেছে না, নয়? পরমেশ্বর যখন জীবন দিয়াছেন, তখন অবশ্যই আহার যোগাইবেন। নচেৎ বিধির সৃষ্টি লুপ্ত হইবে। আর যদি বল, ওকালতীতে এখন সুখ নাই, সে কথা আমি মানি না। সত্য বটে, রাজধানীর নিকট কতকগুলি জেলায়, উকীলের কিছু ঘেঁসাঘেঁসি হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধির বিচক্ষণতা থাকিলে সেখানেও পসার করা যায়। আর যাঁহাদের সবল বুদ্ধি, তাঁহা-দের জন্যও অনেক দ্বার খোলা আছে—জলপাইগুড়ি যাও, রাঁচি যাও, কটক যাও, কিম্বা একটু বেশী পশ্চিম পানে ঠেলিয়া যাও—সেখানে এখন তত উকীল নাই, গমন মাত্র পসার। অতএব ও পদ আপনারা যেরূপ ঘৃণ্য বিবেচনা করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা

নহে। আব যদি মনে কবিয়া থাকেন, যে আমাদের চাকরি হইবে না, (যদি সত্য সত্যই এ কথা আপনাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে) তাহা হইলে, আপনারা নিতান্তই ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছেন। চাকরির অভাব কি? ব্রজমাধব, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন কণ্ট্রোলার আফিসে তাহাব ১৫০৲ টাকা মাহিনা—বৃদ্ধিরও বেশ সম্ভাবনা আছে। আমাদেব নিতাই—নেহাইত ঢেরাকাটা—কলিকাতায় একমাস ঘুবিয়াই ৫০৲ টাকার এক চাকরি বাগাইয়াছে। ঘোষেদেব দিনু এল, এ, পরীক্ষায় দুইবার ফেল হয়, তার যদি এখন ধূমধাম—চেরেট বগি দেখ, তাহা হইলে অবাক হইতে হয়। তাবিণী বায ভাবি গবাপণ্ড ছিল—শিক্ষক প্রতিদিন দুইবেলা কাণ মেলিয়া বেঞ্চেব উপর দাঁড করাইয়া দিতেন, উপরি উপরি সাতবাব ফেল হয়, আমবা কাণামাছি করিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে তার চাকরি হয়। এখন কলিকাতায় এক মস্ত বাড়ি কিনিয়াছে, গাড়ী না হলে পথে চলে না। ভাই কি আব বলিব, সকলি অদৃষ্ট ও চেষ্টা। একবার আমাদের পাড়ার ৩০।৩৫ জন ছেলে, প্রবেশিকা পবীক্ষায় ধূপধাপ ফেল হয়; ঝড়ে যেরূপ কলাগাছ পড়ে, সেইরূপ তাহাদিগকে পাড়িল; একেবারে পাড়াকে-পাড়া সমভূম হইল। তাহাদের আকাবপ্রকাব, বিক্রম, এবং কবাল নয়ন দেখিয়া আমার মনে বড ভয় হইয়াছিল, যদি ইহাবা কোন কাজে নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে, ইহাদের উপদ্রবে পাড়ায় তিষ্ঠান ভার হইবে। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, তাহাদের সকলেবই চাকরি হইয়াছে,—কাহাবও ২৫৲ কাহারও ৩০৲ কাহারও বা ৫০৲ টাকা

মাহিনা হইয়াছে—প্রতি শনিবারে কারপেটের এক একটি ব্যাগ হাতে করিয়া বাটী আসিতে দেখি।"

চক্ষু ঘোরাল করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন "সাঙ্গাত? চাকরির অভাব কি? ধৈর্য্য ধরুন, অধ্যবসায়শীল হউন, এবং চেষ্টা করুন; অচিরেই চাকরি হইবে। এক মাসে না হয় দুমাসে হইবে, দুমাসে না হয় চারি মাসে হইবে, না হয় দুই বৎসরে হইবে। চেষ্টা থাকিলে, চাকরি হইবেই হইবেই, কেবল দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। কারণ চেষ্টার অসাধ্য কোন কার্য্য আছে কি? দুইটা কথা চাপিয়া বলিতেছি বালিয়া সাঙ্গাত রাগ করিও না—কারণ ইহা রাগের কথা নহে। অন্য উপায়ের কথা। আর অন্য উপায়ই বা কি? —কই আমিত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্যবসা বাণিজ্য? কৃষি কর্ম্ম? ভাই! কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর—ব্যবসা করিতে পুঁজি কই? চাস করিতে জমি কই? মনে কর, না হয় কোন গতিকে দুই দশ বিঘা জমি পাওয়া গেল—বিশেষ প্রণিধান করিয়া বুঝ—তাহাতে পেট ভরিবে কেন? আর এ বয়সে, এত লেখা পড়া শিখিয়া এত পাস করিয়া, কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, লাঙ্গলের মুঠ ধরিতে হইবে? ধিক্ ভারতের আর্য্যসন্তানদিগকে ধিক্! যাহা হউক, একটা কথা স্বীকার করি বটে যে, আজকাল চাকরির বাজার কিছু গরম, পূর্ব্বে যেরূপ সহজে চাকরি পাওয়া যাইত, এখন সেরূপ পাওয়া যায় না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সস্তা মাহার্ঘ্য আছে, আজ যে চাউলের মণ ২৷৷৵০; কল্য সেই চাউলই ৪৲ টাকার কম এক মণ পাওয়া যায় না; এবং পুনরায় দশ দিন বাদে সেই

চাউলই ২৲ টাকা মণ পাওয়া যাইতে পারে। চাকরির ঠিক সেইরূপ অবস্থা জানিবেন।

"যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আর একটা কথা বলি। ইংলণ্ড গমন করিয়া, লেখাপড়া শিখিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলে অনেক উন্নতি করা যায়, বিশেষ সম্মান বাড়ে, এবং পয়সাও বেশ পাওয়া যায। যদিও, আপনাদের মতে, রাজধানীতে উকীলের কিছু সম্মান কমিয়াছে বটে, কিন্তু বারিষ্টরের গৌরব কিছুই লাঘব হয় নাই—কারণ উহা লাঘব হইবার জিনিস নহে। যদিও, ওপদ প্রাপ্ত হওয়া কিছু ব্যয়সাধ্য বটে, তথাচ কায়-ক্লেশে একবার ইংলণ্ড গমন করিয়া, বারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার। আমার ইচ্ছা যে, দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, গরিব সন্তানদিগকে, অর্থসাহায্যে বিলাত পাঠান। কার্ত্তিক বাবু চুপ করিয়া রহিলেন যে?—এ সব বিষয়ে কথা কহিতেছেন না যে?"

কার্ত্তিক বাবু মনে মনে হাসিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "রসিক বাবু, এ কথায় আমি আর কি উত্তর দিব। আপনি দেখিতে চাহেন, না, শুনিতে চাহেন?" রসিক বাবু চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া অনন্ত বক্তৃতা সাগরের ঢেউ আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি মধ্যে পড়িয়া বলিলাম, "সাঙ্গাত ক্ষান্ত হও, যে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহারই আজ আহার যুটিবে না, আর তুমি যদি প্রত্যহ এরূপ কর, তাহা হইলে, তোমার সহিত আজ অবধি পৃথকান্ন হইলাম, তুমি আলাহিদা হাঁড়ি কাড়িও। সে যাহাহউক, আপাতত

গোলপী রেউড়ী, চেনাচুর বেচিতে যাইতেছে, দুই পয়সার কিনিব কি?" রেউড়ীর নামে সাক্ষাত আমার, বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন, স্বদেশানুরাগের বেগ থামিল,—আমারাও বাঁচিলাম।

একদিন সোমবার প্রাতঃকালে, কার্তিক বাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া একটু চা খাইয়া, আমরা তিন মহাপুরুষে তিনখানি "সহজ-কেদারায়" বসিয়া সদালাপ করিতেছি। গার্হস্থ্য রজক দেখা দিল। ইতস্তত চাহিয়া রজক বলিল "বাবুকে, একবার উঠিতে হইবে, একটা গোপনীয় কথা আছে।" কার্তিক বাবু বলিলেন "এখানে অপর কেহ নাই, তুমি বল।" রজক তখন, বস্তানি হইতে সাহেব-লোকের পবিধেয় "কলার" নামক এক টুকবা কাপড় বাহির কবিল। বলিল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, হুজুরের যদি পছন্দ হয়, লউন। কার্তিক বাবু চমকিয়া উঠিলেন; অঙ্গযষ্টি মধ্যে যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত হইল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "দেখ পীতাম্বর এটি কার বলিতে হইবে।" পীতাম্বর বড় সায়েস্তাধোবা। হস্তদ্বয় যোড করিয়া বলিল "হুজুর মা বাপ; এ গোলাম—চাকর; আপনাবও চাকর, তাঁহারও চাকর; অতএব গোলামের এ কসুর মাপ কবিতে হইবে।" পূর্বজন্ম পুণ্য ফলে পীতাম্বর লেখা পড়া শেখে নাই, কার্তিক বাবু বাকযুদ্ধে জয়ী হইলেন। পীতাম্বর বলিতে বাধ্য হইল,— "হুজুর! এই কাপড়রত্তিটুকু কাচিতে প্রতিধোপে চারি আনা কবিয়া লইয়া থাকি। সাতবার কাচিয়াছি, সিকি পয়সাও পাই নাই। শেষে যাহার কাপড় তিনি বলিলেন, ঐ কাপড়

তুমি লইয়া যাও, আমি মূল্য দিতে অক্ষম।" অধিকারীর নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, পেসা বারিষ্টারি।

রজক বিদায় হইয়া গেলে পর, রসিক বাবু স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, এ কথাই নয়—এটি আমার এবং কার্ত্তিক বাবুর কারসাজি। সেঙ্গাতকে আমি ঢের বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই রাগ ফিরাইতে পারিলাম না। কার্ত্তিক বাবু মিষ্টি মিষ্টি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। একখানি পত্র লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "বেয়ারা?", ভৃত্য হাজির হইল। প্রভু ভৃত্যে হিন্দী ভাষায় যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ সে হিন্দি, বেদ, কোরাণ, বাইবেল বিবর্জ্জিত।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র "বারিষ্টার-অ্যাট-ল" আসিয়া উপস্থিত। কার্ত্তিক বাবু তাঁহার হস্ত ধরিয়া লইয়া একখানি চৌকীর উপর মহাসমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন। শ্রীগোবিন্দের আকৃতি মলিন; অঙ্গ ক্ষীণ, মুখ চিন্তাপূর্ণ, চক্ষুদ্বয় শুভ্রবর্ণ, এবং শ্মশ্রু কেশবিহীন। পরিধান "বেলি-ভ্রাতার" ভবনের ধান ধুতি, অঙ্গে পিরিহান আচ্ছাদন; এবং সীমান্ত-সীবিত উত্তরী স্কন্ধদেশে লম্বমান। কার্ত্তিক বাবু, গোবিন্দ সাহেবের নিকট * আমাদিগের পরিচয়

* প্রথম প্রথম বিলাত হইতে আসিয়া "গোবিন্দ বাবু" বলিলে চটিতেন এবং রাস্তায় ছেলেরা "বাবু" বলিলে, তাড়া করিয়া যাইতেন। যদিও, তাঁহার এখন আর সে স্বভাব নাই, তথাচ আমাদের পূর্ব্বাভ্যাস বশত সাহেব নাম মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

দিলেন,-এবং বলিলেন "আপনি যেমন আমার বন্ধু, আজ হইতে ইহাদেবও সেইরূপ বন্ধু হইলেন।" কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। তৎপরে কার্ত্তিকচন্দ্র সুমধুব স্বরে বলিতে লাগিলেন, "টাকার যদি এতই অনাটন হইযাছিল, আমাকে লিখিয়া পাঠাও নাই কেন? 'কলাব' বিক্রয়েব কাবণ কি ছিল?" গোবিন্দ বাবু উত্তব করিলেন, 'কার্ত্তিক, তুমি সময়ে সময়ে আমাকে অনেকবার অর্থেব সাহায্য কবিযাছ; তোমার নিকট আমি অতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এজন্মে যে তোমার ঋণ পবিশোধ কবিতে পাবিব, এমন সম্ভাবনাও নাই। আপাতত আমাব হাতে টাকা নাই মনে কবিও না; কিন্তু যাহা কিছু আছে, তাহা আব ধোবাকে দিয়া অপবায় কবিতে পাবি না। নচেৎ তোমাব নিকট হইতে টাকা চাহিতে লজ্জা কি ছিল?" সাঙ্গাত অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গোবিন্দ বাবুব বিশেষ পবিচয় জানিবার জন্য আমবা নিতান্ত উৎসুক হইলাম। গোবিন্দ বাবুও সে সুখে আমা-দিগকে বঞ্চিত কবিলেন না। বলিলেন "অধ্যবসায়, চেষ্টা, পবিশ্রম, এবং সাহসিকতা উন্নতিব মূল, কিন্তু উপযুক্ত বিষয়ে, উপযুক্ত সময়ে, সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ কবা চাহি। নচেৎ মরুভূমিতে বীজবপন তুল্য নিষ্ফল হয়। আমার অবস্থা ঠিক সেইরূপ, কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। আমাব ভয়, পাছে আমার ইতিহাস কীর্ত্তিত হইলে, অধ্যবসায়, চেষ্টা পরিশ্রম এবং সাহসিকতাব নামে কলঙ্ক বটে, লোকে আব উহাদিগের তাদৃশ আদব না করে। আমাব অবস্থা—পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী বন্ধক, শ্বশুর বড় মানুষ,—আমাব স্ত্রী, দুইটী শিশু

সন্তানের সহিত, তাঁহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। আমি একবার ৮৲ টাকা লইয়া মফস্বলে কোন আদালতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম আমার, বারিষ্টবদের বসিবার গৃহে, প্রবেশ-নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে—একঘরে করিবে এবং জাতিতে ঠেলিবে। আমি ভাবিলাম, হায়! রামে রাবণে একত্র হইয়া বুঝি আমার প্রাণবধ করিল। বৈষ্ণব কুল হারাইয়া, তাঁতি কুলে ছিলাম, এখন বুঝি তাহাও যায়। অদ্য ছয় মাস হইল হাইকোর্টে গমন করা বন্ধ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার নামে, একটা ডিক্রী জারি আছে, সেই জন্য মনে করি, যে, মুনি ঋষিরা যে গিরিগুহায় বাস করিতেন, সে ভালই ছিল।

কথা শেষ হইলে পর, ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। বেলাটা অতিরিক্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এইখানেই স্নান আহার করুন, কোন বিশেষ কথা আছে; আহারান্তে, চারিজনে মিলিয়া একটা পরামর্শ করিতে হইবে।" সাঙ্গাত্ বলিলেন, "না, এখানে থাকা হইবে না, বাসায় যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইতে পারে না, কার্ত্তিক বাবু বড় দুঃখিত হইবেন।" জনান্তিকে সাঙ্গাতকে বলিলাম, "বাসায়, না গেলেই কি নয়? সেখানে একেবারে জামাই আদর। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন প্রস্তুত করিয়া কেউ ডাকাডাকি করিতেছে কি?"

সেই দিবস দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া, কার্ত্তিক বাবুকে বাধিত করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাগ্রত করিতে নিষেধ করিয়া, মহাসুখে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী। এ হেন রাত্রিতে, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মিত্র, শ্রীরসিকচন্দ্র দাস এবং আমি—এই চারি বন্ধুতে, কার্ত্তিক বাবুর গৃহের কোন নিভৃত প্রকোষ্ঠে, চারিখানি চৌকীর উপর, নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছি। চতুর্দ্দিকেও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। আমাদিগকে দেখিলে অনেকেরই বোধ হইবে যে, আমরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কার্ত্তিক বাবু বলিলেন,—"আমার একটি প্রস্তাব আছে, এস, আমরা চারি জনে মিলিয়া কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করি, এখানে অনেক সভা আছে বটে, কিন্তু একটির অভাবে অপরগুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সভা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে, যে, যে যাহা চাহিবে, সে তাহা পাইবে, যাহার যে কামনা, তাহা পূর্ণ হইবে। ইহার মূল উদ্দেশ্য ভারতের উন্নতি, নাম "প্রার্থনা-পূরণ সভা" থাকিবে।"

সভার নামে, সাঙ্গাত আমার, বৎসহারা গাভীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কার্ত্তিক বাবুর বিশেষ করিয়া বলা উচিত ছিল, সভায় কি কি বিষয় তর্কিত এবং আলোচিত হইবে। আমার মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই বক্তৃতা না হয়।" কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "ইহা দ্বারা, ভারতবাসীর সকল অভাব মোচনের উপায় অবলম্বন করা যাইবে,

যাহার যে অভাব আছে, জানাইলে, তদ্দণ্ডে সকল সভ্যগণ তন্মোচনার্থ যত্নবান হইবেন। যে খাইতে পায় না, তাহাকে খাইতে দিব, কামাস্কাটকায় দুর্ভিক্ষ হইলে চাউল দিব, — বিধবার বিবাহ দিব, যাহার মোকদ্দমার খরচ জুটে না, তাহাকে টাকা দিব, যে সাক্ষী পায় না, তাহার হইয়া সাক্ষ্য দিব, যাহার মুরুব্বি নাই, তাহার মুরব্বি হইব, যে শিক্ষক পায় না, তাহার পণ্ডিত হইব, রোগী চিকিৎসক না পাইলে, কবিরাজ হইব, ঔষধ না পাইলে, ঔষধ দিব, যাহার চাকুরি হয় না, তাহার চাকুরি করিয়া দিব, কিমধিক, যাহার যে প্রার্থনা, তাহা পূরণ করিব, বা, পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। সভার এই এক সুমহৎ উদ্দেশ্য হইবে। সমস্ত সভ্যগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া, এই মহাব্রত পালনে, উদ্‌যোগী হইবেন।"

আমি বলিলাম, "যদি সভার কার্য্য কল্য হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, আমার বড় একটা আশু উপকার করা হয়। বাটী হইতে পত্র পাইয়াছি যে, গত পরশ্ব তারিখে আমাদের দোহা গাভীটি গোঁজ উপড়াইয়া দড়িশুদ্ধ পলাইয়া গিয়াছে, দড়ি গাছটি যায় যাক্, যাহাতে গাভীটি পাই, অনুগ্রহ করিয়া আপনারা তাহার চেষ্টা করিবেন। আর যদি একটু ছেলে হবার ঔষধ আপনাদের সভা হইতে দেন, তাহা হইলে বড় বাধিত হই। কার্ত্তিক বাবু আছেন, সাক্ষাৎ আছ, যাহাতে আমার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। ভোগের আগে প্রসাদ পাইয়া, আমার প্রার্থনা, নিবেদন করিয়া রাখিলাম।"

সান্যালের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কুটিল নয়নদ্বয় কপালে

উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "পরিহাস?"—তৎপরে, মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কথা নাই বলিয়া, ইংরাজি ভাষায়, অজস্র-ধারে সভ্য সমাজ অনুমোদিত গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আকার, ইঙ্গিত, ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, সাক্ষাত বা আমাকে সভ্যদেশের আইন জানিয়া প্রহার করেন।* এমন সময়, নিরীহ ভাল মানুষ, গোবিন্দ বাবু মধ্যবর্ত্তী হইলেন, এবং বলিলেন, "আপনাদের কে কখন কাহাকে পরিহাস করিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আপনাদের ঝগড়া করা উচিত হয় না। বিশেষ এ সময়ে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে, কার্য্য সফল হইবে না। এইরূপ গৃহবিবাদেই সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিরাজ্য উৎসন্ন হইল।" আমরা উভয়েই অপ্রতিভ হইলাম।

কার্ত্তিক বাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করা উচিত হয় না। সভা, কলিকাতার গড়ের মাঠে বসিবে। উপরে এক বৃহৎ চন্দ্রাতপ আচ্ছাদন দেওয়া যাইবে। নীচে মাদুরি পাতিয়া বিছানা করিতে হইবে, কিন্তু যাঁহারা পরিধেয় বস্ত্রের অনুরোধে মাদুরিতে বসিতে অক্ষম, কেবল তাঁহাদের জন্যই কতকগুলি

* "কোন সভ্য কোন অসভ্যকে প্রহার করিলে, কিম্বা একেবারে মারিয়া ফেলিলে, নালিষ চলে না, চলিলেও ডিসমিস হয় এবং ফরিয়াদি দণ্ড পায়, ফরিয়াদীর অভাবে তৎপক্ষীয় সাক্ষীগণ কিম্বা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ দণ্ডিত হয়।"
সভ্য মুলুকের দণ্ডবিধি, ১ম ধারা।

বেঞ্চ এবং চেয়ার রাখিতে হইবে। সভা প্রত্যহ দিন দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত থাকিবে—তৈলের খরচ লাগিবে না। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। কলিকাতায় এ সভার মূল কাণ্ড থাকিবে, আর হুগলি, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইহার শাখাসভা বসাইতে হইবে, আর কোন্নগর, গরিফা, কাঁচড়াপাড়া,* গোপীনগর প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, এই মহাকাণ্ডের এক পত্রসভা সংস্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই কতকগুলি উপযুক্ত সভ্যের আবশ্যক। কল্য প্রাতঃকালে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সভ্য অন্বেষণে আমরা চারিদিকে বহির্গত হইব। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিয়া, লোক সাধারণকে জ্ঞাত করাইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অদ্য হইতেই আমরা চারিজন এ সভার সভ্য হইলাম।”

বন্ধু চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি কেবল শেষ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না,—বলিলাম, “সভায় গমন করিবার আমার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। আপনারা পরিহাস বিবেচনা করিবেন না,—ইহা গুরুর আজ্ঞা—বড় কঠিন আজ্ঞা। যে দিবস আমি দীক্ষিত হই, সেই দিন গুরুদেব আমার কর্ণ-বিবরে এক বীজমন্ত্র ঢালিয়া দেন। সেই দিন হইতে, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক উদ্বেল এবং স্বোদর সেবন আমি একত্র সমাধা করিয়া থাকি। সেই দিন অবধি আমার হস্তপদ বদ্ধ হইয়াছে। না হইলে, আপনারা কি আমাকে এতক্ষণ এখানে দেখিতে পান?”

সাঙ্গাত শিহরিয়া উঠিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কি

ভাই। কি প্রতিবন্ধক? আমি বলিলাম" "ভাই, বীজমন্ত্র কাহাকেও বলিতে নাই; কিন্তু আপনাদের সহিত আমাব সেরূপ ভাব নহে, সকলে এক আত্মা, এক প্রাণ, এক মহাব্রতে ব্রতী। বীজমন্ত্রেব অর্থ এই যে, "তুমি সে স্থানে গমন কবিবে না, যেখানে জলখাবাব পাইবাব সম্ভাবনা নাই।" সাঙ্গাত বলিলেন, "যদি সত্য সত্যই গুরুদেবের এরূপ আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে, তাহাই হইবে, তজ্জন্য আটক হইবে না।"

আমি বীবদর্পে অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "কে আমাব সঙ্গে আসিবে, এস। সভ্য অন্বেষণে বর্হিগত হই। এইরূপে কার্ত্তিক বাবু দেশের উন্নতিব আশায়, সাঙ্গাত বক্তৃতাব লোভে, আমি ভৌতিক উৎসাহে, এবং গোবিন্দ বাবু অনুবোধে,—আমবা চাবিজন সেই সুগভীর রজনীতে গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে পদব্রজে সদব বাস্তায় বাহিব হইলাম। ভাবতের ভাবী আশা, মানবজাতিব গৌবব, সভ্য সমাজেব নেতা, বঙ্গবাসীদের মুখ-চাওয়া-ধন, কুলতিলক চতুষ্টয় ভারতউদ্ধাবার্থ যাত্রা কবিলাম।

নগবেব আর গোলমাল নাই। রাস্তায় ভিড় নাই। গো শটকগুলা কোথায় লুকাইয়াছে। দিবসের যিনি কোলাহল শুনিয়াছেন, তিনি বলিবেন, কলিকাতা এখন নিস্তব্ধ। নভো-মণ্ডলে তারাদল-সহ চতুর্দ্দশীর চন্দ্র হাসিতেছে, পৃথিবী-প্রদেশে গ্যাসালোক-সহ রসিকচন্দ্র হাসিতেছেন। পবি-শ্রান্ত জীবগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সাঙ্গাত তখন বলিতে লাগিলেন "হে কলিকাতাবাসীগণ! আব ঘুমাইও না, নেত্র মেলিয়া একবাব চাহিয়া দেখ, কি কাণ্ড উপস্থিত!" আমি

বলিলাম, "ভাই, রাস্তায় গোল করিও না, পুলিশে ধরিবে। আর এই মাত্র সকলে ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহারাই মধ্যে উঠিবে কেন? কাঁচাঘুমে জাগ্রত করিলে, পেটের ব্যায়রাম হইবে।" এবার সাঙ্গাত দ্বিরুক্তি না করিয়া চুপটি করিয়া রহিলেন। আমি তখন সাঙ্গাতের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত মিত্র, ঠাকুর, পাল প্রভৃতিকে আমন্ত্রণার্থ—ভিন্ন পন্থায় শকটারোহণে চলিলাম। এক ঘণ্টা পরে, কার্ত্তিক বাবুর বৈঠকখানায় আমি নিদ্রাভিভূত। এদিকে কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবুর ক্ষমতায় অনেকগুলি বড় বড় বাছা বাছা সভ্য মিলিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাঁহারা সহরময় মনের উল্লাসে ঘুরিয়া সে নিশি পরহিতে যাপন করিলেন। অরুণোদয়ের সময় সাঙ্গাত আমার ঘুম ভাঙ্গাইলেন। বলিলেন "সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিলে, এ মহাসভার বিষয় কলিকাতাস্থ বনিতা-বৃদ্ধ-যুবা, ছোট, বড়, ইতরসাধারণ সমস্ত লোক কিরূপ প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারে? কিন্তু অদ্য আর বিজ্ঞাপন দিবার সময় নাই। উপায় কি?" ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। "হায়রে! পরের জন্য এত করি, এত ভাবি। পর আমাদের জন্য এক দিনও ভাবে না।" অবশেষে সাঙ্গাত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, বিজ্ঞাপনের পরিবর্ত্তে সহর ময় ঢেঁটরা দেওয়া হইবে। সাঙ্গাত এই কার্য্যের ভার লইলেন; কার্ত্তিক বাবু এবং গোবিন্দ বাবু গড়ের মাঠে সভা সাজাইতে গমন করিলেন। আমি আবার শকটারোহণে বহির্গত হইলাম। বৌবাজারের মোড়ের কাছে দেখিলাম,—হরি-

হর বাষেন স্কন্ধে টয়ে-বান্ধা জয়ঢাক কবিয়া তাহাতে কাঠি দিতে দিতে, সাঙ্গাতের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; সাঙ্গাত মধ্যে মধ্যে এই বচন আবৃত্তি কবিতেছেন,—"ওহে, ভাই সকল, আজ দিন দশটাব সময়, গড়ের মাঠে, প্রার্থনা-নামক সভা বসিবে। যে খাইতে পায় না, সে খাইতে পাইবে, যে পবিতে পায় না, সে পবিতে পাইবে, বোগী ঔষধ পাইবে। যাহাব চাকবি নাই, সে চাকবি পাইবে,—প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ওহে ভাই সকল, যে যেখানে আছ, দৌড়িযা আইস।" আমার গাড়ি চলিযা গেল, সাঙ্গাত আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

একদা মৃতমহাত্মা দাশবথী বায় আমাকে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, "যদি সন্ন্যাসী গায়, তিনকড়ি বাজায়, এবং আমি ছড়া কাটি, তাহা হইলে দেশে আব টাকা বাখি না।" কিন্তু এখন যদি তাঁহার সহিত আমাব একবাব দেখা হয, তাহা হইলে, তাঁহাব দর্পচূর্ণ কবিয়া বলি, যে, "যদি কার্ত্তিক বাবু সভাপতি হয়েন, সাঙ্গাত বক্তৃতা কবেন, গোবিন্দ বাবু অধ্যক্ষ হন, তাহা হইলে, এক দিনেই ভারতমাতাব উদ্ধার হয।" কিন্তু দেহ পঞ্চভূতে না মিশাইলে, এ জীবনে কত সাধই যে বাকি থাকে, তাহা এ গবিব, মুখে কত বলিবে?

দশটাব সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া, দেখিলাম যে, সমস্ত কার্য্য সুচারূপে সমাধা হইয়াছে। লোকে লোকাবণ্য। সভাপতি কার্ত্তিকচন্দ্র বিরাট আসনে, গম্ভীর ভাবে, আসীন; বামে বাগ্মী প্রধান সাঙ্গাত—অতিশয় ব্যস্ত, উত্তমাঙ্গেব কেশ কণ্ডুয়নেরও অবকাশ নাই, দক্ষিণে নবছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া

কার্য্যাধ্যক্ষ গোবিন্দ বাবু; সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান— স্বয়ং পবননন্দন আমি। তৎপরে মন্ত্রণানিপুণ, বয়োজ্যেষ্ঠ, শুভ্রকেশ, কৃতবিদ্য জাম্ববানগণ। তাহার পরে মহারাজা, রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি ধনী মানী সভ্যগণ। শেষে অনন্ত সাগরের অনন্ত বুদ্বুদতুল্য মনুষ্য সমাবেশ। আমার প্রতি আদেশ হইল যে, তুমি অগ্রে কটক চর্চাইয়া আইস,—কিরূপ ধরণের কতলোক আসিয়াছে,—তৎপরে বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। আমি দিব্যচক্ষে সমস্তই দেখিতে লাগিলাম—৫ জন বারিষ্টার; ১৫০ এম, এ, ৩০০ এম, এ, বি, এল; ৫০০ বিএ, বি, এল; ৭০০ বি, এ, ১০০০ এল, এ, ১২০০০ এনট্রেন্স পাস, ৩২০০০ এনট্রেন্স ফেল,—সতৃষ্ণ নয়নে সভাপতির মুখ পানে চাহিয়া, চাকরি প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন; বুঝিলাম, সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া অনেকে আসিতে পাবেন নাই।

দেখিলাম উইলিয়াম গড়েব পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একখানি 'বিষবৃক্ষেব'' আবস্তেব মত মেঘ উঠিতেছে। তখন ব্যস্ত হইয়া, আমাব জল খাবাবের বন্দবস্তটা কোথায় হইয়াছে অন্বেষণ কবিতে লাগিলাম। মেঘ গাঢতর হইতে লাগিল, সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলাম। বলিলাম "আমার কই?" সাঙ্গাত জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি যে কাজ কবিতে গিযাছিলেন, তাহার কি?" আমি বলিলাম, "আগে আমাব জল খাবাবের বিষয় বুঝাইয়া দাও, পরে তোমাদের বিষয় বলিব।" সাঙ্গাত বলিলেন, "এখানে আপনাব আবার জলখাবার কি?" এবার বিমান গড়ে বিরাট তোপ হইতে

লাগিল; আমি বলিলাম, "কি বলিলে, বিশ্বাসঘাতক? ইহাই কি তোমাদের স্বদেশহিতৈষিতা? ইহাতেই কি তোমবা আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া, পবিত্র আর্য্যকুলে কলঙ্কা-রোপ করিতে চাও? ইহাতেই কি তোমবা স্বাধীন হইতে চাও? কুলাঙ্গার! জিহ্বা কাটিয়া নরককুণ্ডে ফেলিয়া দাও,—তোমাদের কথার ঠিক নাই কেন? লোকের আশাভঙ্গ করিয়া কি সুখ পাও? ধিক! যদি আমি পিতার পুত্র হই, যদি নিজ নারীর মুখ ব্যতীত অপর নারীর মুখ কখন না দেখিয়া থাকি, যদি আমি ইংরাজ পাদুকা এ উত্তমাঙ্গে কায়মনোবাক্যে চির দিন বহন কবিয়া থাকি, তাহা হইলে, এখনি এই সভায় বজ্রঘাত হইবে।"

ঝড় উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিল। মেঘ ডাকিল। ঝম ঝম ঝম শব্দে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া, সাঙ্গাত-প্রমুখ সভ্য সকলকে আর্দ্র করিতে এবং প্রহার করিতে লাগিল। আমি লুক্কায়িত হইবার স্থান ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এক এক বার আকাশ কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠে, আমি নয়ন মুদ্রিত করি, আর কতকগুলি শিল, ঝড় ঝড় করিয়া পড়িয়া যায়। হঠাৎ পৃথিবী আলোকিত হইল। অমনি বাজ পড়িল। সেই নিদারুণ বজ্রাঘাতে স্থাবর জঙ্গমাত্মিকা মহী কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত সভ্যই মূর্চ্ছা-গত। আমিই কেবল ভয়ার্দ্র হৃদয়ে মিটি মিটি দেখিতে লাগিলাম।

এহেন সময়ে, বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত বৃষ্টির মধ্যে, পার্থিব-জীবলোকের অচেতন অবস্থায়, এক দৈববাণী হইল, বজ্ররূপ

কঠিন কলমে, লিখিত হইল ; স্বয়ং মহাকাল পাঠ করিলেন, এবং স্বয়ং আমি শ্রবণ করিলাম।

"যাও বৎস। গৃহে যাও, সভা কবিতে পারিলে না, বলিয়া কুণ্ঠিত হইও না, কলি-কল্মষনাশন সংবাদপত্রে ছত্র পূরণ কবিতে অভ্যাস কব, ভারতের সকল দুঃখ দূব হইবে।"

শাশুড়ী বউ।

কলিকালে বউ রাজা। যা করে তাই হয়, যা বলে তাই ফলে, অতুল ক্ষমতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন, সম্মুখে থবহবি কম্পবান। মন্দমতি আমি, বধূর বিরুদ্ধে কি আরজি লিখিব ?

কলিকালে বধূ স্বামীর মাথার মহামণি,—আন্ধার ঘরের আলো, উদরেব ক্ষুধা, পবীক্ষাব পাঠ্য পুস্তক, বৌমা স্বামীর সর্ব্বস্বধন, অঞ্চলনিধি, নীলমণি। বৌয়েব কথায় সুধা বর্ষে, হাসিতে মুক্তা ঝরে, চলনে মেদিনী কাঁপে—ঐরাবত লজ্জা পায়, ক্রন্দনে মহাপ্রলয উপস্থিত হয়,—স্বামীব স্বামী, বউ-ভগবান, সেই প্রলয় জলে খট্টাঙ্গরূপে বটপত্রে যোগ-শয়ন কবিয়া থাকেন। বউ রন্ধনে দ্রৌপদী, গৃহকার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা, পতি সেবায় বেহুলা, বিদ্যায় মা সরস্বতী। পৃথিবীর সার ধন এহেন বৌ-ধনের বিরুদ্ধে আরজি লেখা আমার কর্ম্ম নয়। টাকার লোভে কি বঙ্গীয় বৌমার কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইব ?

কিন্তু ঐ শুন, ওদিকে ক্রন্দন ধ্বনি কিসের ? "হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল ? কিন্তু দুঃখ করিব না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না, বাছার আমার অমঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া নীরবে একটী বৃদ্ধার নয়ন যুগল হইতে বারিধারা পতিত

হইতে লাগিল,—এ দৃশ্যটী কি? বধূর খাসমহলের প্রজা, শ্রীগোলাম দাস, যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার কাল হয়; জননী দাসীবৃত্তি করিয়া স্নেহময় পুত্রের লালন পালন করিল, পুত্র সোণার শশীর ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাতা কলিকাতায় আসিয়া, কোন গৃহস্থের বাড়ী রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইল। পুত্র ক্রমে বি, এল পাস করিয়া উকীল হইল,—তখন জননীর জন্মের সাধ, বাঙা বধূ ঘরে আসিল। সেই দিন অভাগী মাতার সংসারের সকল সুখ, সকল আশা ফুরাইল। জননী সেই দিন অবধি নানা অপরাধে অপরাধিনী হইল,—জননী চোর, হাঁড়িতে খায়, বধূকে মর্ বলিয়া, মা তুলিয়া, বাপ্ কাটিয়া গালি দেয়; সংসারের যত ভাল সামগ্রী, সব আপনি উদরসাৎ করে,—অধিক কি মাতা ক্রমে ডাইন হইল। কিন্তু পুত্রের বড় দয়ার শরীর, মাতার প্রতি বহুকাল হইতে অনুগ্রহও কিছু ছিল, এবং পূর্ব্বের কৃতকর্ম্ম মনে করিয়া মাতাকে ডাইন অপরাধে, পুলিশের হাতে সোপরদ্দ না করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ডাইনী মা পোড়ার মুখী তাই কন্না করিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে বসিয়া আজ কাঁদিতেছে।

আজকাল ছেলেগুলো স্ত্রীকে কি যেন একটা অপূর্ব্ব জিনিস্ মনে করে,—তাঁর কথাই বেদ, তাঁর কথাই ব্রহ্ম তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী। যে সকল একরত্তি একরত্তি মেয়ের গলা টিপিলে দুধ বার্ হয়, সহবৎ শিখাইতে যাহাদিগের প্রতি কথায় চক্ষু রাঙ্গান উচিত, তাহাদের হাতে এরূপ ক্ষমতা

থাকিলে আর কি রক্ষা আছে?—সংসার ভূকম্পের ন্যায় অবশ্যই টল্ টল্ কাঁপিবে।

পুত্রের দোষেই বধূগণ এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পুত্রের আদরে বউ, শাশুড়ীকে রাঙ্গাপদের চরণরেণু অপেক্ষাও নীচ বিবেচনা করেন। বউ বাণী, শ্বাশুড়ী তাঁর বাঁদী। শাশুড়ীর আক্ষেপউক্তিপূর্ণ এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক,—

বেটা বেয়ানু, বউকে দিনু, বৌয়ের হলাম বাঁদী,
এখন ইচ্ছা হয় যে বাহিরে বসে কাঁদি।

এখন আর সেকাল নাই,—সাবেক আইন উঠিয়া গিয়াছে; খাটিয়া খুটিয়া রাত্রে শয়ন করিলে পর, বৌমা আর শাশুড়ীর পায়ে তৈল মাখান না,—আহারান্তে শাশুড়ীর থালাপাথর মাজা দূরে যাউক,—একটা পান বা এক গ্লাস জলও এখন আর পোড়া শ্বাশুড়ীর হাতে তুলিয়া দেন না। পুত্র কৃতবিদ্য হইলে, বউ উপযুক্ত হইলে,—কলিকালে জননী সত্য সত্যই চাকরাণী হয়েন। তবে একটু প্রভেদ এই, জননী বিনা মাহিনার চাকরাণী, কেবল পুত্রস্নেহের ভিখারিণী। বধূর হিসাবে শাশুড়ী চোর হইলেও, বস্তুত সে বাজারের পয়সা চুরি করে না। চাকরাণীকে ভর্ৎসনা করিলে, সে অপর ঘরে যায়, জননী ভর্ৎসিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত হইলেও, বধূর গৃহে বারমাস ভাতেজলে থাইয়া অবস্থিতি করে। একমাত্র পুত্রের দোষেই জননীর এরূপ দুরবস্থা, পুত্র বউকে শাসনে রাখিতে জানে না, সহবৎ দিতে জানে না,—শাসন সহবৎ দূরে যাউক্, বৌয়ের দোষ, পুত্র গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—নচেৎ বউ রাগ করিবেন। ধরিত্রী সর্ব্বংসহা, তাই এত সহিতেছেন; নচেৎ

পুত্রের পাপে, বধূর পাপে ধরণীদেবী মনঃক্ষোভে এতদিন অতলজলে ডুবিয়া যাইত।

জননী কি এতই অপরাধিনী, এতই পাপিনী, এত লাঞ্ছনা করিয়া কি তোমাদের আশা মিটিল না, আবার তাঁহার নামে বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধ লেখা? আবার একটী মেয়েলি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছ, যে, শাশুড়ী বধূর প্রতি কিরূপ অন্যায় আচরণ করে, এই শ্লোকই তাহার পরিচায়ক। ছি! স্ত্রীর অনুরোধে কি এতটাই করিতে হয়? যদি ছড়ার কথা বলিলে, বোয়ের বিরুদ্ধে, পুত্রের বিরুদ্ধে একাধারে যুক্ত-ছাড়া নাই কি? —পুত্রের উক্তি;

মা, তোমার যে অতি, বেজায় কুমতি
বউকে সঁহিহ কব না।

* * * *

ননদ ভাজ।

সংসারে আমার কি কেউ নাই? আমি অবলা, অনাথা, জন্মদুঃখিনী আমার হইয়া আপনারা দুকথা লিখিবেন কেন? আমি নিজের দুঃখে কাতর নহি—এ পোড়া দেহে কিনা সয়? সেই দরিদ্রের মাণিক, অন্ধের নড়ি, জীবনের অবলম্বন- সেই বাছার আমার, দুঃখ দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়।

এ সংসারে দাদা বই আমি আর কাহাকেও জানি না, দাদা আমার রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, স্নেহমমতার একমাত্র আধার। অল্পবয়সে শ্বশুরালয় হইতে ভ্রাতৃগৃহে আসিলাম,—কোলে কেবল ছয়মাসের শিশু সন্তান। মাতা পিতা অনেক দিন হারাইয়াছি, জগতে দুর্লভ বস্তু, ইষ্টদেব, মহাপুরুষ স্বামী-কেও হারাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল দিন কাটিতে লাগিল,—স্নেহের সাগর, দয়ার ভাণ্ডার, ভ্রাতা আমাকে বুঝাইতেন—"হাস্যমুখ, প্রফুল্লকমলতুল্য সন্তান তোমার কোলে রহিয়াছে, তোমা অপেক্ষা সুখী কে? আর আমি তোমার সহায়, তোমার ভাবনা কিসের? তুমি যদি চক্ষের জল ফেল, আমি গৃহে থাকিব না।" দাদার সেই অমৃতময় বাক্যে মনে বড় আনন্দ হইত।

কলেজের পড়া শেষ হইলে, দাদা বিবাহ করিলেন। ভ্রাতার বিবাহের জন্য আমি বহুদিন হইতে লালায়িত ছিলাম; নবম বৎসরের কন্যা—জন্মের সাধ বধূ গৃহে আসিলেন,

আমার অন্তরের যে কত আনন্দ, তাহা আর কাহাকে বলিয়া শেষ করিব। বৌ লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, পাছে বৌয়ের প্রতি দাদা সন্তুষ্ট না হন, এই ভাবিয়া আমি কত যত্ন করিয়া, কত সাধ্যসাধনা করিয়া, লেখাপড়া শিখাইয়ালাম, ছুঁচের কাজ, পশমের কাজ শিখাইলাম; ভাল সহবৎ পায় নাই, সাধ্যমত কত ভালকথা শিখাইলাম, কত সদুপদেশ দিলাম। বধূর পিতা দরিদ্র ছিল, আমি একে একে নিজের সমস্ত গহনাগুলি বধূর অঙ্গে পরাইয়া দিলাম। দাদাকে বলিলাম, আমার গহনায় কাজ কি?—বউ পরিলেই আমার সুখ। গৃহের যত ভাল ভাল সামগ্রী দাদাকে না দিয়াও বউকে খাওয়াইতাম, স্বহস্তে মাথা বাঁধিয়া দিতাম, আমার যত বহু মূল্যের ভাল কাপড়, সবই পরিতে দিতাম। গৃহের প্রাচীনা দাসী বলিত—"দিদি ঠাকুরুণ! বৌকে যে, সব দিয়া আপনি ক্রমে ফকির হইলেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপে বলিতাম, "দূর বুড়ী, পাগ্‌লী, তুই জানিস্, আমার প্রাণের সুবেশ অপেক্ষা, বৌকে বেশী ভালবাসি।"

ক্রমে বউ মানুষ হইলেন। ক্রমে বধূর গুণগ্রাম প্রকাশ হইতে লাগিল। বিধাতা আমার অদৃষ্টে ভাল লেখেন নাই —আমার দুঃখ করা বৃথা। ক্রমে আমার খাওন মাখান, পরান বৌয়ের পছন্দ হইল না—আমার গৃহিণীপনায় বৌয়ের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি হইল? অমৃতে হলাহল উঠে কেন? আমি স্বহস্তে জল খাবার দিতে না গেলে দাদা সন্তুষ্ট হইতেন না, বৌ এক দিন আমার হাত হইতে জলখাবার কাড়িয়া লইয়া দাদাকে

দিতে গেল। আমি ক্ষান্ত হইলাম, নীরবে এক ফোঁটা জল চক্ষুপ্রান্তে আসিল। ভাল মাছ আসিলে দাদা আমাকে রাঁধিতে বলিতেন; দাদা কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি বৃহৎ রুই মাছের কালিয়া করিতে গেলাম—সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময় বউ আসিয়া বলিলেন,—"সর, সর, এখান থেকে উঠ, আমি রাঁধবো" আমি মনে ভাবিলাম, বউ যদি রাঁধেন, তাহাহইলে কহাকেও ভক্ষণ কবিতে হইবে না,—নিমন্ত্রণ পণ্ড হইবে,—দাদাই বা আমাকে বলিবেন কি? প্রকাশ্যে বলিলাম, "বউ আজ থাক, আর এক দিন তুমি রেঁধো।" আমার এই অপরাধ। আর কে কোথা যায়? বউ তখন সৃষ্টিসংহারিণী মূর্ত্তি ধবিলেন,—সে মূর্ত্তি আমি কখন দেখি নাই,—কখন কল্পনায়ও ভাবি নাই,-বিকট কণ্ঠে বলিলেন—"কি বলিলি হতভাগিনি, (আমার দোষেই নাটক পড়িয়াছিলেন) আমি আর এক দিন রাধবো? এ কার ঘর, কার দোয়ার তুই জানিস্?—আজ দূর করে দিলে তোকে রাখে কে? তোব অনেক দোষ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না। তুই এখনই দূর হ—।" আমি অবাক হইলাম, কোন কথার উত্তর দিলাম না, কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখনও নিস্তার নাই—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। বধূ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"অ্যাঃ বড় শক্ত কথা বলাগেছে কি না,—তাই আবার কাঁদিতে বোসলেন, খবরদার, এখানে চোক্ষের জল ফেলতে পাবে না—আমাদের অমঙ্গল হবে। উচিত বল্লেই-রাগহয়-

চখে জল আসে। কথায় কথায় চোখে জল। মাছের কালিয়া কোর্ত্তেন, আর ব্যাটার জন্য একবাটী লুকায়ে রাখতেন সেটা আর হলো না কি না—তাই অমনি চোখে জল এলো।" তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না,—বলিলাম, "বউ, অমন কথা আমাকে ব'লো না,—আমি ছেলেকে কোন জিনিষ লুকায়ে খাওয়াই নাই—আমাকে যা বলতে হয় বল, বাছাকে আমার, কোন কথা বলো না।" "বলবো একশবার বলবো। কার খেয়ে তোর ছেলে এত বড় হলো ?" বলা বাহুল্য, বধূর গম্ভীর গর্জ্জন অন্দরমহল ভেদ করিয়া সদর মহলে গিয়াছিল; দাদা বউয়ের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তীব্রবেগে গৃহে আসিলেন, বউ দাদাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া নিজকক্ষে অর্গল বন্ধ করিলেন—দাদা আমাকে সম্মুখে পাইয়া, কাহার দোষ না বুঝিয়া আমাকেই কতকগুলা বকিলেন; বলিলেন আজ ৩।৪ জন লোক খাবে, তোমার এরূপ গণ্ডগোল করা উচিত কি ? এই বলিয়া দাদা বাহিরে গেলেন। আমার দুঃখের উপর দুঃখ হইল—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আর রাঁধিব না, কিন্তু না রাঁধিলে ফল বিষময় হইবে বলিয়া মনোদুঃখে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে সকলের আহার হইল, দিবাবসান হইল; বধূ তখনও খিল খোলেন নাই; দাদাও জানিতেন না বধূ এরূপ ভাবে গোসা ঘরে শায়িত। সন্ধ্যার সময় জল খাইতে আসিয়া তিনি সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন। বউ দাদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহা আর কি বলিব ? কিন্তু দাদার প্রকৃতি

পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম, দাদা মন্ত্রৌষধ গুণে যেন নতশির সর্প হইলেন। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বউ দাদাকে যখন কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, সন্দেহ নাই, বধূর পাদ-পদ্ম ভ্রাতার করতলধৃত হইলেও যখন মানিনীব মান ভাঙ্গিল না—তখন গভীব বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন অন্তরালে দাঁড়াইয়া শেষ কথা শুনিলাম, সে বিষম কথা এখনও ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়- তখন মনে হইল, কেবল অবলা বধের জন্য বিধাতা বুঝি দুষ্টসরস্বতীকে আমার ভ্রাতৃকণ্ঠে অদ্য বসাইয়াছেন। আমার সেই গুণময় স্নেহের সাগর ভ্রাতার হঠাৎ এরূপ বিপরীত মতি হইল কেন? তখন আমি ইহার কিছুই কারণ বুঝিতে পাবিলাম না। ইচ্ছা হইল, তখনই পুত্রের—প্রাণধন সুবেশেব, হাত ধরিয়া এ গৃহ হইতে বাহিব হই।

আজ জীবনের প্রথমাঙ্ক শেষ করিলাম, শেষাঙ্ক পরে বলিব। বঙ্গেব ঘরে ঘরে, ভগিনীব এইরূপ দশা কি না, আমি জানি না, আমার ইতিহাস মাত্র কেবল বলিলাম।

শ্রীমতী———

রমণী-রত্ন।

কিশোরী বাবু ভাল-মানুষের অগ্রগণ্য। দেড় শত খানি টাকা মাহিনা পান, ঘরে কেবল মাত্র শ্রীমতী লক্ষ্মীরূপিণী সুধামুখী স্ত্রী,—তথাচ কিছুতে কুলায় না, সংসার অচল, কষ্টের অবধি নাই। গৃহ হইতে আপিস দেড় ক্রোশের কম নহে, রৌদ্র প্রখর হউক, বৃষ্টি মুষল ধারে হউক, এক আনা দিয়া শেয়রে গাড়ী করিবার সঙ্গতি নাই, কিশোরী বাবু স্কন্ধদেশে ছাতা বাধিয়া, বোতাম-বিহীন চাপকান আঁটিয়া, ছিন্ন পাদুকায় মর্ম্মাহত হইয়া, ঠুক্ ঠুক্ করিয়া সেই একই ভাবে অবিরাম চলিতেছেন। কিশোরী বাবুর চেহারা দেখিলে মনে হয়, যেন পিতৃ-মাতৃ-দায় উপস্থিত, অথবা কোনরূপ প্রগাঢ় অম্লশূল ব্যারাম আছে।

গৃহলক্ষ্মীরও দুঃখের অবধি নাই, তিনি মনের মত ক্ষীর সর পান না, ভাল বানারসী শাড়ী নাই—মতির মালা নাই—বোসেদের বৌয়ের মত জড়াও বালা নাই। তাঁহার কিছুই নাই। এতগুলি গুরুতর অভাবে সেই অবলা, সবলা বঙ্গীয় বালার চোখ দিয়া কখন জলধারা প্রবাহিত হয়, মুখ দিয়া কখন বজ্রধ্বনি বহির্গত হয়, পদভরে কখন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। প্রতিবেশীনীগণ কাণাকাণি করে, ঘোষেদের বৌ একলা মানুষ কার সঙ্গে সদাই এত বচসা

করে? কিন্তু যার যাতনা সেই জানে। কোমল প্রাণে—আর কত কষ্ট সহ্য হইবে বল? ঢের সহ্যগুণ—তাই আজও স্বামীর ঘরে রহিয়াছেন।

তিনি যে দুদিন উপবাসী আছেন, তাহা কি চোখ-খাগি পাড়ার মেয়েরা দেখিয়াছে? তাঁর যে মহাশোকে অন্তর দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি কেহ ভাবিতেছে? উঃ, আজ প্রায় এক সপ্তাহ—একযুগ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার সেই সাধের গজমুক্তা-পরিশোভিত ডায়মন-কাটা নথ আসিয়া উপস্থিত হইল না। রমণী সর্ব্বংসহা, তাই তিনি এত সহিতেছেন, নতুবা এতদিন সুধামুখীর দেহ পঞ্চভূতে মিশান উচিত ছিল।

গজমুক্তার কথা কেহ কেহ পুরাণে শুনিয়াছেন, কিন্তু ডায়মন-কাটা নথ যে কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখেন নাই। ঐ নথের কথা একদিন ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী আবার নাপিতিনী কামাইতে আসিলে, তাহার মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন,—"ও বাড়ীর মিত্তিরদের বড়গিন্নির জন্য বড়কর্ত্তা একটী ডায়মন-কাটা নথ গড়াইয়াছেন,—আহা! সে নথটী কি চমৎকার! শুনলেম সেটীতে গজমুক্তা আছে। মিত্তির গিন্নির আজ আর আহ্লাদ রাখিবার জায়গা নাই, সোয়ামী ভালবাসলেই এইরকম হয়।" এইরূপে নাপিতিনী হইতে মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী হইতে ডেপুটী বাবুর স্ত্রী, আর ডেপুটী বাবুর স্ত্রী হইতে আমাদের সুধামুখী ডায়মন-কাটা নথের বিষয় শ্রবণ করেন। এইরূপ বার্ত্তা শুনিয়া সুধা-

মুখী কিশোরী বাবুকে তলব করিলেন,—এবং হুকুম প্রচার করিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে মিত্তিবদের বড়গিন্নির মত নথ চাই। কিশোবী বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাঁচদিনেব পব বলিলেন, ওরূপ নথ বাজাবে পাওয়া যায় না। স্বামীমুখে এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া নিতান্ত মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন, বুঝিলেন, তাঁহাব অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেন নাই, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপাপেব ফল এতদিনে ফলিতেছে, তাঁহার দুঃখময় নাবীজন্মকে ধিক্কাব দিলেন; অবশেষে ভাবিলেন, স্বামী যাব বশ নহে—এরূপ প্রতিকূল, তাঁর বাঁচিয়া সুখ কি? সেই দুঃখ-সন্তপ্তা গৃহলক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা কবিলেন, আমি অনাহাবে প্রাণত্যাগ কবিব। প্রতিজ্ঞা কালে শ্রীমুখ হইতে বজ্রাঘাতেব ন্যায় ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, তাহাতে কিশোবী বাবু মূর্চ্ছা যাইবাব উপক্রম হইলেন। তিনি ক্রমে যখন সব বুঝিলেন, তখন তিনি আরও বিবর্ণ হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী স্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। কিশোবী বাবু বাল্যকালে বেত্ররূপদণ্ডধাবী গুরুমহাশয়কেও তাদৃশ ভয় কবিতেন না, অথবা নিজ প্রভু সাহেবেব কাছে যাইতেও তত ভয় কবেন না, কিন্তু মহা-মনিব স্ত্রীকে দেখিলেই ভয়ে জড সড়, যেন হাড়িকাষ্ঠের নিকট মেষশাবক। আজ ভয়েব উপব ভয়, সে উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিলে দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ পলাইয়া যায়,, মানুষ-কিশোরী কোন্ ছার্? কিন্তু, অহহ!—কিশোরী বাবুর দোষেই ত তাঁহার কোমলপ্রাণা স্ত্রী এরূপ বিকৃত ভাবা-

পন্ন হইয়াছেন। রমণীরত্নের চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ কম্পিত, দন্ত দুপাটী কিটি কিটি শব্দকারী, নাসিকা উনপঞ্চাশ পবনেব ক্রীডাভূমি, বক্ষে যেন কুলকাঠেব আগুণের হোম হইতেছে। যে মূর্ত্তিতে পুতুনা গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-সংহারার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কবী, যে মূর্ত্তিতে মহা রাক্ষসী ভীষণবদনা ভীষণা স-পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গপথ-গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি আজ অতি কোমল কমনীয় বলিয়া বোধ হইবে। ক্ষুদ্র পতঙ্গ কিশোরী বাবু সে দাবানল-সদৃশ, অভ্রভেদী-শিখ-মহাগ্নিব নিকট যাইয়া কি কবিবেন?

তখন—কাতব, অশ্রুপূর্ণলোচন, ভয়চকিত-আনন, কম্পিতবক্ষ কিশোরী কৃতাঞ্জলিপুটে, গললগ্নীবাসে, মধুসূদন নাম জপ কবিতে কবিতে সেই প্রলয়কর্ত্রী অগ্নিময়ী মহাদেবীব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হবকোপানলে বতিপতি ভস্ম হইয়াছিল, কলিতে বতি কোপানলে বুঝিবা হর ভস্ম হয়। কিশোরী মহাদেবীব স্তব আবম্ভ কবিলেন—"হে অগতির গতি। কিশোবীর সর্ব্বস্ব,—যাঁর উদর পূবিলে কিশোবীর উদর পূর্ণ হয়, ক্ষুধাব ক্ষুধা, হাসিতে হাসি, ক্রন্দনে ক্রন্দন—সেই দেবী আমার প্রতি আজ প্রসন্না হও, যাঁহাব ইচ্ছায় সংসার চলে, অনিচ্ছায সংসার লোপ হয়, যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলদাত্রী—সেই দেবী অসন্না হও, যিনি চক্ষু বুজিলে ভুবন অন্ধকার, যাঁর কুটিলকটাক্ষে লোকপাল মূর্চ্ছিত,—যিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী—সৃষ্টিস্থিতি সংহারকর্ত্রী—সেই দেবী কাতর, কিঙ্কর, নাচার, বেচারা আমার প্রতি

প্রসন্না হও। তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, বিধাতার বিধাতা, অনন্তের অনন্ত, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি বাহু—আমি তোমা বই আর কাহাকেও জানি না হে দেবী প্রসন্না হও।"

ইতি দেবীস্তব মাহাত্ম্যে প্রথমঃ অধ্যায়।

পুরুষ-রত্ন।

কালিকৃষ্ণবাবু স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসেন, উচ্চশিক্ষা দিতে চাহেন, সভ্য করিতে চাহেন, কিন্তু হতভাগিণী স্ত্রী তাহা বুঝে না, স্বামীর উপদেশ শুনে না। স্ত্রীটে এমনি বোকা যে, প্রণয় কি, কিসে হয়, তাহা আজও বুঝিল না। কালিকৃষ্ণ বাবু সহচরগণের নিকট দুঃখ করেন, 'আমার' উপযুক্ত স্ত্রী হইল না—এ জন্ম আমার বৃথা গেল।

কলিকৃষ্ণ নবীনবাবু, ইংরাজীতে কথাকন, ইংরাজীতে চিঠি লেখেন, ইংরাজীতে ভাবেন। কালিকৃষ্ণ লোকমুখে এমনও শুনিয়াছেন, তিনি ঘর খিল দিয়া কথা কহিলে, বাহিরের লোকের ঠিক ইংরেজের কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ২৪ ঘণ্টা টেড়িকাটা, কিন্তু বিশেষ কসরত এই—রাত্রের টেড়ি, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরও, সেই একই ভাবে থাকে, সভ্য

জাতির পোষাক অবশ্যই পরেন, কিন্তু এরূপ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, হাবমন কোম্পানীব বাটীর বস্ত্র ব্যতীত তাঁহাব শ্রীঅঙ্গেব কষ্ট বোধ হয়। একদিন প্রতিবেশী দরজী—মহম্মদ আলি অতি বিনম্রভাবে তাঁহাকে সেলাম কবিযা বলিল, "হজুব! সাহেব বাড়ীতে কাপড শেলাই আমাব শেখা—আপনাব কোট পেন্টুলান যদি আমাকে ফবমাইস্ দেন, তাহা হইলে গবিব একমুঠা অন্ন করিয়া খায।" এইকথা শুনিয়া হঠাৎ কালিকৃষ্ণবাবুব শবীর ক্রোধে, ঘৃণায, অপমানে থব থব কাঁপিতে লাগিল। নয়নদ্বয় জবাকুসুমের বর্ণ ধাবণ কবিল, অধিক কি—যেন বক্ষে শূলবিদ্ধ, ভগবতীপদদলিত মহিষাসুবেব ন্যায় তীব্রলোমহর্ষণ আকৃতি হইল। গভীবগর্জ্জনে বলিযা উঠিলেন, 'ক্যায়া তোম্‌সে হ্যাম কাপডা লেঙ্গে?" এই বলিয়া চেয়াব হইতে বীরমূর্ত্তিতে লম্ফ প্রদান কবিযা উঠিলেন, এবং তাঁহাব কথবার্টসেন ভবনের চর্ম্মপাদুকা শোভিত দক্ষিণপদ, গবীব দরজীব ক্ষীণবক্ষে সজোরে পতিত হইল। দরজী পড়িয়া গেল। বাবু 'ক্যোই হ্যায়?' বলিয়া মহাচীৎকার কবিয়া উঠিলেন। চপবাসী অমনি "খোদাবন্দ" হাঁকিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাবু হুকুম দিলেন, "গর্দ্দান পাকড়কে ইস্কো নিকালো।" দরজী তখন অঙ্গেব ধূলি ঝাড়িয়া উঠিযা বলিল, "সাহেব। ম্যঁয়নে কেয়া কসুর কিয়া?" বাঙ্গালী-সাহেব 'চুপরও' বলিলেন এবং চপরাসীর প্রতি বক্রবর্ণ চক্ষুতে তাকাইলেন। চপরাসী তখন তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে দিতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। খলিফা,

চপরাসীকে, "ক্যায়া কসুর কিয়া?"—এই কথা বিনীত-স্বরে বলিতে বলিতে চলিল। চপরাসী বলিতে লাগিল "কেযা জানে ভেইয়া।"

বাবু এইরূপে রুদ্রমূর্ত্তিতে অসুরদলন করিয়া মহাশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উপযুক্ত অনুগত ভৃত্য একগ্লাস সুধা আনিয়া সম্মুখে ধরিল। কিন্তু মহাসংগ্রামেব পর সামান্য সুধায় কি হইবে? অমৃতের কলসী না হইলে, সে তৃষা ভাঙ্গে কি? ভৃত্য ইঙ্গিতে মনিবেব নিদারুণ ক্লান্তি বুঝিয়া মনোগত কার্য্য কবিল। বাবু এইরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া, চুরুট-ধূমে গৃহব্যাপ্ত কবিয়া, লণ্ডন-রহস্য নামক ইংবেজী কেতাব পড়িতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রাণের বন্ধু মোহিনীমোহন ঢুলু ঢুলু নেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটুকু অমৃতেব জন্য দেবা-সুবে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, কিন্তু অদ্য কালিবাবুর মজলিস অমৃতময় হইয়া উঠিল। তখন মোহিনীমোহনবাবু বলিলেন "What about the reformation? ছি! সকলি তোমার কথার কথা। কাজে কিছুই কবিতে পাবিলে না। You know reformation like charity, ought to begin at home!" কালি বাবু বলিলেন—"Oh that obstinate girl! the curse of my life! আমি কি কবিব বল! স্ত্রীকি আমাব কথা শুনে? নইলে আমাব এত কষ্ট কিসের? তুমি আমার স্ত্রীব সঙ্গে কথা কহিবে তাহাতে আপত্তি কি ভাই?

মোহিনী। "আচ্ছা—সে বিষয়টার কি হলো?"

কালী। সে কথা বলিলে, আবও সে ক্রুদ্ধ হয়। ভাই। আমি একদিন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম, তুমি যদি এক ফোঁটাও মদ এক ছটাকজলে মিশাইয়া খাও, তাহা হইলে এমন কি, আমি রাত্রে বেড়ান বন্দ করি। কিন্তু ঈশ্বব আমাব প্রতিকূল, সে সুখ এপোড়া অদৃষ্টে ঘটিবে কেন? আমার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা হয়।

মোহিনী। "তুমি বড় কাপুরুষ! স্ত্রী-বশ করিতে পারিলে না হে। তোমার জীবনে ধিক্।—অথবা সমাজ-সংস্করণ কার্য্যে তোমাব আন্তবিক ইচ্ছা নাই। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য আছে কি?"—"আন্তবিক ইচ্ছা নাই"—এই কথাটী কালি বাবুব হৃদযে বড় বিষম বাজিল, ক্রমে চক্ষে জল আসিল। ক্রোধে, ক্ষোভে বলিলেন—"আজ যেরূপে পারি স্ত্রীকে সভ্যতালোকে আনিব।"

তখন অতি ব্যগ্রচিত্তে স্ত্রীকে সংস্কবণ কবিতে উঠিলেন। বৈঠকখানা হইতে মস্ মস্ শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি নয়টার অধিক হয় নাই। কালি বাবুব স্ত্রী—সপ্তদশ বর্ষীয়া রমনী, নিজকক্ষে পালঙ্কে অধোবদনে বসিয়া আছেন, শয়নেব সময় হইলেও শয়ন করেন নাই—একাকিনী ম্লানমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। চক্ষুকোণে জলবিন্দু। বালিকা-কালে পিতামাতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন—যাঁর চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখিলে, জনক জননী কাতর হইত, সে বাপ মা আজ কোথায়? সনাথিনী হইয়া আজ অনাথা! মহামূল্য পর্য্যঙ্ক, সুরঞ্জিত শয্যা, মনোহর অলঙ্কার, সুন্দর দীপালোক—সকলি মলিন! রমণা

এক একবার অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "মা, আমায় প্রতিদিন কেন যে এ সব গহনা পরিতে বলেন, তাহা ত বলিতে পারি না।" এই বলিয়া কবরী হইতে স্বর্ণ-গোলাপ উন্মোচন করিলেন, গলদেশ হইতে হীবক-খচিত চিক খসাইতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় স্বামীর পাদুকা-ধ্বনি যেন সিঁড়িতে শুনিতে পাইলেন, একাগ্রচিত্তে কাণ পাতিয়া বহিলেন। এক একবাব মনে কবিতে লাগিলেন, এমন অসময়ে, এ রাত্রে তিনি কেনইবা এখানে আসিবেন? কিন্তু ক্রমেই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, স্বামীই বটেন, তখন অতি ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। কি বলিয়া যে স্বামীকে সম্ভাষণ কবিবেন, তাহা স্থিব কবিতে পারিলেন না। বমণী-হৃদয় আহ্লাদে একটু দুলিয়া উঠিল। ঝটিতি—কেহ যেন দেখিতে না পায়, এই ভাবে স্বর্ণ গোলাপটী আবার পবিলেন, এবং পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া বহিলেন। এমন সময় পুরুষপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কালি বাবু, সহধর্ম্মিণীকে যেন ঈষৎ তুষ্টভাবে বলিলেন,—"মাইডিয়ায়, ঘুমিয়েছ নাকি?—তুমি জান, আমি তোমাকে কত ভাল বাসি।—Thou the soul of my life! দেখ দেখি, তোমায় কত গহনা দিয়াছি?—শীঘ্র উঠিয়া ব'স।" এই বলিয়া কালি বাবু নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন, স্ত্রী খাটেব একপার্শ্বে ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া বসিয়া রহিলেন। কালি বাবু বলিলেন. "ওকি, তুমি কথা কহিতেছ না কেন? আজ লজ্জা করিলে চলিবে না। লজ্জা আমি বুঝি না—তোমাকে শীঘ্র কথা কহিতে হইবে,—আমি বৃথা সময় নষ্ট করিতে পাবিব

না।" স্ত্রী দেখিলেন, স্বামী সহজ নাই, কি করেন, ধীবে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, অস্ফুট স্বরে কহিলেন—"আমাকে কি বলিবেন বলুন।" কালি বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"তুমি স্বামী সম্বোধন করিতে জান না, তোমাব Education বড কম। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।" রমণী আজ স্বামীকে যেন কিছু অনুকূল দেখিয়া একটু সাহস পাইয়া বলিলেন 'আপনি, কৈ আমাকে ত এক দিনও লেখা পডা শিখিবার কথা বলেন নাই?" কালি বাবু বলিলেন, "না তোমাব তিলার্দ্ধও শিখিবাব ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা থাকিলে—আমাব স্ত্রী হইয়া তুমি মূর্খ, তুমি অসভ্য হইতে না।" স্ত্রী তখন ভাব গতিক দেখিয়া একটু ভীত ও দুঃখিত হইলেন। কালি বাবু আবও বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমার স্ত্রী হইয়া আজও যে সুবার গৌরব বুঝিলে না, ইহাই আমার দুঃখ—সাহেবদেব দৃষ্টান্ত তুমি কি দেখ নাই? নীরব থাকিও না, স্বামীব প্রশ্নের উত্তব দাও।" স্ত্রী তখন নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, বুঝিলেন বিধাতা নিশ্চয বাম হইযাছেন,—চক্ষুদ্বয় ছল ছল কবিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীকে নাছোডবন্দ দেখিযা অবনতবদনে ধীবে ধীবে বলিলেন,—"আমি আব আপনাকে কি বলিব?"—স্বামী তখন একটু ক্রোধ এবং ঘৃণা দেখাইয়া বলিলেন—"Nonsense। তুমি স্বামীর কথা শুনিবে কি না?—তোমার Education চাই। মোহিনী বাবু তোমার শিক্ষক হইবেন—তাঁহাব সহিত তোমার আজ আলাপ কবাইয়া দিব, তিনি তোমাকে বোজ এক ঘন্টা পড়াইবেন। তিনি যখন আমার bosom friend

তখন তোমারও bosom friend"। এই কথা শুনিয়া স্ত্রী বড়ই কাতর হইলেন; বুঝিলেন, আবার সেই সর্ব্বনেশে কথা উঠিয়াছে,—ভয়ে প্রফুল্ল-মুখ-কমল একেবারে বিশুষ্ক হইয়া গেল—অতি মৃদুস্বরে, বিনয়ে, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন – "আমাকে ক্ষমা করুন, ইহা ছাড়া আপনি যা আমাকে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

কালিবাবু বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ হোঃ তুমি তোমাদের শাস্ত্রে অবশ্য শুনিয়াছ—স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ। Don't you remember about a month ago তোমার হস্তে একগ্লাস ব্রাণ্ডি দিয়াছিলাম, তুমি স্বামীর অবমাননা করিয়া স্বামীর সাক্ষাতে তাহা ভূতলে ফেলিয়া দিলে—a downright insult। কোন অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র স্বামীর হস্তে পড়িলে, সেই দিনই উত্তম শিক্ষা পাইতে, আমি বলিতেছি তোমার নরকেও স্থান নাই। তুমি এডুকেশন পাও নাই—সুরার মর্ম্ম কি বুঝিবে? ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি, ব্রাণ্ডি ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের পবিত্রপ্রণয জন্মে না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে ব্রাণ্ডি খাওযাইয়া, ফ্রেণ্ড মোহিনীর সহিত কথা কহাইযা তোমাকে এডুকেশন দিব। তুমি সহজে না আস, বলপূর্ব্বক বাহিরে লইয়া যাইবার আমার অধিকার আছে। উঠ, চল, বন্ধু মোহিনীর কাছে চল।—এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্ত্রীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, কেবল ধীরে ধীরে, করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।"

এদিগে কালিবাবুর গলার গভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়া ভগিনী লক্ষ্মী দ্রুতবেগে আসিয়া পড়িল,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "বউ কাঁদচো কেন? কি হয়েছে?" এমন সময় বৃদ্ধা জননী গুটি গুটি আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাবা কালি, বৌমাকে কি এমন করিয়া মারিতে হয়? ছি! বাবা, লোকে শুনিলে বলিবে কি?"

কালিকৃষ্ণ বাবু উত্তর করিলেন—"মাতা, তুমি কিছুই বুঝ নাই, আমি সমাজ-সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বঙ্গের দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবানের সেরূপ ইচ্ছা নহে—O it will take centuries to reform your country —What can Cato do against a base degenerate world!"

বৃদ্ধা, কন্যাকে বলিল, "লক্ষ্মী একটু জল আনিয়া শীঘ্র বাছার মাথায় দাও।"

কালিবাবু অবশেষে "Alas my country!" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বন্ধু মোহিনী বলিলেন—"Quite discomfited? Cheer up my good old fellow! persevere and you will succeed.

বঙ্গের ভরসা।

এ সব কথা বলি কাকে? এ দুঃখের কথা শুনেই বা কে? আমার একজন প্রতিবেশী বন্ধু মাতাল হইয়া উঠিল। জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম, সে দিন সে চুপ করিয়া রহিল। আর এক দিন উপদেশ দিতে গেলাম, সে দিন সে আর নীরবে না থাকিয়া বলিল, "আমি অর্থহীন, লেখাপড়া কম জানি বলিয়াই কি এত লাঞ্ছনা দিতেছেন? আপনার আশে পাশে আমা অপেক্ষা যে দুরন্ত অপরাধে অপরাধী রহিয়াছে, সে মহাপাপীদের সহিত আপনি হাসিয়া কথা কন কেন? কৈ তাহাদিগকে ত একদিনও একটী চড়া কথা বলেন নাই?—তবে আমি দরিদ্র সন্তান, টো টো করিয়া বেড়াই বলিয়াই কি আমাকে গালি দেওয়া আপনার সহজ? আপনার যত রোখ্, সবই কি আমার উপর?" আমি নিস্তব্ধ, উত্তর দিতে পারিলাম না, ভাবিলাম কথা ত বড় মিথ্যা নয়। পাড়ার নবদূর্ব্বাদলশ্যাম—নবীন নাগর, গুণের সাগর, ধর্ম্মের আকর—সেই গোপিনীমনোমোহন সুরাসেবনে আজ বুদ্ধিহীন, কর্ম্মকাণ্ড-বিহীন,—যাঁর অর্দ্ধাঙ্গী সহধর্ম্মিণী গৃহের ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধম, যাঁর গর্ব্ভধারিণী জননী কাঠকুড়ানী অপেক্ষাও ম্লানমুখী,

সেই কুলাঙ্গাব পুরুষেব সহিত পথে দেখা হইলে তুমি তাহাব সেই পাপপঙ্কিল হস্তে হস্ত দিয়া "সেকেণ্ড" কব কেন?—সেই দুবাচাব ২।৪ টা পাস করিয়াছে বলিয়া কি?—না, মাসে ২।৪ শত টাবা বোজগার কবে বলিয়া? তখন কি তোমাব ঘৃণা বোধ হয় না? তোমার যত বাক্‌পটুতা গবিবেব কাছে?

সমাজেব উচ্চস্থানীয় লোক—কৃতবিদ্য এবং ধনবান ব্যক্তি, কোথায উপদেশ দিয়া, নিজেব দৃষ্টান্ত দেখাইযা জনসাধাবণকে সৎপথে আনিবে,—কিন্তু তাহা না হইযা আজ তদ্বিপরীত ঘটিতেছে। কবি, উপন্যাস-লেখক, ডেপুটী, উকীল, জমীদাবপুত্র ইত্যাদি—ইহাঁদেব অনেকেই পাপ-স্রোতে—মত্ততায় গা ঢালিযা দিয়াছেন। কবি বলিয়া থাকেন—"সুরাপান না কবিলে, সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপবা স্ত্রীতে আনুরক্তি না হইলে,—প্রকৃত কবিত্ব খোলে না।—পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ কব, ইহাব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। সেক্ষপিযর, বাইবণ, ভল্টেয়াব, রুসো, মাইকেল কি ছিলেন?" ছি! এ সব লোকের সঙ্গে কি তর্ক কবিতে আছে?

এক দিন কোন এক সম্প্রদায় সুপণ্ডিত লোকের মজলীসে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম, এক বৃহৎ টেবিল, তদুপবি সুস্বাদু, সতেজ, নিস্তেজ, দ্রবময পদার্থপূর্ণ—নীল, পীত, লোহিত বঙেব বোতল। তৎপার্শ্বে বৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে কট্‌লেট, চপ, রোষ্ট। মাতালগণ গ্লাসে সুধা ঢালিতেছেন,—বক্ষ, হৃদয় পবিতৃপ্ত করিয়া অশ্লীল গল্প কবিতেছেন, মধ্যে মধ্যে স্বদেশানুবাগের কথাব ঢেউ

উঠিতেছে, বলিতেছেন দেশে লোকশিক্ষাব প্রচাব চাই, জয়েন্টষ্টক-কম্পানী করিয়া দেশে কাগজের কল, কাপডেব কল, দিয়াশিলাইয়ের কল চাই, দেশে কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া' চাই। এই কথা বলিতে বলিতে আবাব ব্রাণ্ডি ঢালিয়া বদন সুধাকবে প্রবেশ কবাইয়া দিলেন। তেজ চডিয়া উঠিল, ধমনীতে আর্য্যশোণিত দ্বিগুণতর বেগে বহিতে লাগিল, একজন বলিয়া উঠিলেন—দেশউদ্ধাব কথায় হইবে না, কার্য্য চাই কার্য্য চাই। তখন সভা হইতে ব্রেভো ব্রেভো, শব্দ উত্থিত হইল। আবাব সেই বোগশোক-বিনাশিনী, চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী ব্রাণ্ডি মহাপাত্রে ঢালিত হইয়া সকলের উদর-গিবিগহ্বরে নিহিত হইল, "কথায় আবশ্যক নাই—কার্য্য চাই কার্য্য-চাই" সকলে এই বুলি ধবিলেন,—অবিবাম অবিশ্রান্ত, শ্রাবণেব বারিধাবাব ন্যায়—"কার্য্য চাই"—এক প্রহব কাল কেবল এই শব্দ অনন্তব মাতালগণ মহাবিষে জর্জ্জবীভূত হইযা ক্রমে ক্রমে ধবাশায়ী হইলেন।

আব এক দিন মনে পডে।—একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চাবী স্থানান্তবিত হইলেন। নগবেব কতকগুলি সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য লোক বাগানে ভোজ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবেন স্থিব করিলেন। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, সেই প্রীতি-ভোজনের প্রধান আয়োজনই—সুবা এবং বার-বনিতা। যাঁহাদের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি হইত, যাঁহাদেব কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইত, সেই নাগবিক মহোদয়গণেব মদবিহ্বল দেহ, জডীভূত ভাঙা ভাঙা কথা

দেখিয়া শুনিয়া সে দিন তাঁহাদিগকে পিশাচ অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হইল। যাঁহারা দেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ভাণ করেন, খোলা ভাটীর প্রাচুর্ভাব দেখিয়া যাঁহারা প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন, জনসধারণ যাঁহাদেব দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে চাহে, সেই উচ্চপদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত লোকেব দশা যখন এইরূপ হইল, তখন আর কাহাকে কি বলিব? বামধন তাড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া দুঃখ করিলে কি হইবে, এদিকে যে তোমার শ্রীনীলকণ্ঠ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন, ভাবতমাতাব আশা শ্রীনীলকণ্ঠ—এক্সা নং ওয়ান টানিয়া পড়িয়া আছে, মুখে মাছি ভনভন করিতেছে, তাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না? তাই ভাবি, এ দুঃখের কথা বলি কাকে? খোলা ভাটীতে নিম্নশ্রেণীর লোক বহিয়া গেল, ব্রাণ্ডিতে উচ্চশ্রেণীব লোক মাতিয়া গেল—দেশ ক্রমে আবও নীচে বসিতে লাগিল। যে কয়জন সাধু আছেন, কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহাদের কোন্ দিন যে কি বিপদ ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধুগণের উচিত, মাতাল—ধনবান বিদ্বান, ক্ষমতাশালী হইলেও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা না কওয়া, তাহাব উপব বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন কবা, সেই পামরের মুখ পানে তাকাইলেও পাপ হয়—এরূপ বিবেচনা করা। সামাজিক দৃঢ়-শাসন না থাকিলে, মাতলামীর শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই।

পত্নীভক্তি।

পাতা খুড়িবেন না।

"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"—এই কথা বলিযা বিবাহ করিয়া আনিয়াছি বলিয়া, আমি কিছু আব চোবের দায়ে ধরা পড়ি নাই, স্ত্রীকে বিবাহ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াগিয়াছে, আমাব ঘরে আজীবন খাটিলেও তাহার সে ঋণেব এক অংশও শোধ যায় না। তাই বা বাব মাস ঘরে থাকে কই? মধ্যে মধ্যে বাপেব বাড়ি গিয়া কামাই করা আছে। কিন্তু ঘোর কলি উপস্থিত, স্ত্রীলোক বেইমান, এত যে উপকার কবিলাম, তাহার কিছুই মানে না, বুঝে না। আমি না বিবাহ কবিলে তাহাকে এত দিন আইবড় থাকিতে হইত, সে কথা মনেও ভাবে না। এত অর্থ ব্যয় কবিয়া, ঘবে আনিয়া, দুবেলা নিয়মিত খোরাক দিতেও ক্রটী কবি নাই, বৎসবে দু জোড়া কাপড়, দুখানা গামছা, বোজ তেল জলখাবাব এক পযসা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছি, তথাচ আমাব যশ নাই, সদাই আমার উপব তর্জ্জন গর্জ্জন। স্ত্রীর বলিবার যো নাই যে, খাবার মাখিবার কষ্ট হয়, নিজে পাক কবেন, নিজেই ভাত বাড়েন। এক জন আলাপীর নিকট বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, নিজের জন্য চাপিয়া চাপিয়া ভাত বাড়িয়া তাহার মধ্যে মাছ লুকাইয়া রাখেন, অবশেষে আমাকে ভাত দেন।

আমি এসব কথা ধবি না; গায়ে মাখি না, মনে করি, অনেক দিন বাড়িতে আছে থাক,—কত কমনে যায়। আর এখন ত্যাগ করিলেও লোকশান, বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

কিন্তু ভালোর ভালাই নাই। আমি যত নরম হইতেছি, সে তত গবম হইয়া উঠিতেছে। কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমে সে মাথায় উঠে—ইহা শাস্ত্রের লিখন। সদাই খন্ খন্ ঝন ঝন। বাত্রে বেড়াইয়া আসিতে একটু দেরি হইলে, অমনি আমাব উপর চক্ষু রক্তবর্ণ কবা হয়, ডাকিলে উত্তব দেওয়া হয় না, আপনাব গববে সদাই গস্ গস্। বলি, আমাব ঘবে থাকিযা, আমাব খাইয়া, আমাব টাকা নষ্ট করিয়া, আমাবই উপব বাগ? আমাব কথায় অবহেলা? না বেডাইলে স্বাস্থ্য থাকে কি? আর যদিই আমি কোন দিন রাত্রে ঘরে না আসি, তাহাতে উহাব ক্ষতি কি? তাহাতে উহার লাভ বইত লোকসান নাই? আমার ভাত, ভাল মাছ তবকাবি এবং উহাব নিজের অন্নব্যঞ্জন—এই উভয়ের অন্ন, একলা খাইতে পাইবে। আর গ্রীষ্মকালে এই সুবিস্তৃত শয্যায় একলা শয়ন করিতে পাইবে। অগ্নি সম্মুখে বলিতে পাবি, এক দিনও আমার অন্ন ব্যঞ্জনের জন্য আপত্তি করি নাই। স্ত্রীর গুণের কথা অধিক আর কি বলিব? রাত্রি একটার সময় আমি এক দিন বেড়াইয়া ঘরে এলাম, সে দিন বড়ই কষ্ট পাইয়াছি, ক্ষুধার লেশমাত্র নাই, বলিলাম, ভাত খাইব না। কিন্তু স্ত্রী

এমনি দুষ্ট-বুদ্ধি—আর আমাকে জ্বালাতন করা তাহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য—সে বারম্বার আমাকে বলিতে লাগিল "ভাত খাও, ভাত খাও।" আমি যত বলি খাব না, সে তত বলে "খাও খাও।" আমার রাগে সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল, দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলাম, বলিলাম—"রে যন্ত্রণাদায়িনি, আমার হাড়-কালিকারিণি, ফের যদি আমাকে খাইবার কথা বল, তবে এই বজ্রমুষ্টি তোমার নাসিকাগ্রে পাতিত হইবে।" তখনও নিস্তার নাই, ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই,—মন্দমতি স্ত্রীটা তখন "খাও খাও" ছাড়িয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল, যেন কালসর্পিনী গর্জ্জাইতে লাগিল। এইবার সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করুন,—আচ্ছা, আমি মুটাটী উঁচাইয়াছি মাত্র, মারিয়াছি কি? সুতরাং অবশ্যই নাকে আঘাত লাগে নাই তবে কাঁদে কেন?—কেবল আমাকে রাত্রে ঘুমাইতে দিবে না বলিয়া। ক্রমে মিহি বাজখেঁয়ে নাকি সুর ধরিলেন, যেন ঝিঁঝি পোকা ডাকিতে লাগিল।

আমি গতিক দেখিয়া বলিলাম তুমি ঘরে বোসে অমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে পারিবে না, বাস্তুভীটায় চোখের জল ফেলিলে অকল্যাণ হবে, সদর রাস্তায় যাও।" মহাশয় বলিব কি?—তখনও উঠে না, আমি কি করি, হাত ধরিয়া বাহির করিয়া খিড়কির দ্বারে খিল দিয়া আসি, তবে সে রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি। স্ত্রীটার জ্বালায় এক এক দিন ইচ্ছা হয়, আগে

ওকে মারিয়া, তাব পর আমি ফাঁসি যাই। সকলে দেখুন, স্ত্রী আমার স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে, ভ্রমণে বাধা, আহারে বাধা, অনাহারে বাধা, এত অন্যায় কে সহে? যে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকায় রুধিরের নদী বহিয়াছিল, যে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ তাহাদের দু তিনটা রাজাকে হত্যা করে, স্ত্রী সেই পবিত্র উচ্চ স্বাধীনতা লোপ করিতে চাহে। কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র যেমন মন্দ হউক না কেন, আমি ত তার সম্পর্কে স্বামী, তাই সকল সহ্য কবিয়া থাকি। একদিন স্ত্রীব বালিশের নীচে একখানি লুকায়িত পুস্তক(বোধোদয) দেখিতে পাইলাম, আমি অধিক ভর্ৎসনা না কবিয়া কেবল বলিলাম "খবরদার, স্ত্রীলোকের পুস্তক পড়িতে নাই, আর যদি এ ঘরে কোন পুস্তক দেখি, তবে তোমাব রাত্রে দুইদিন আহার বন্ধ কবিয়া দিব। কিন্তু স্ত্রী এরূপ দুষ্ট যে, আমার উপদেশ না শুনিয়া আমার কথায় "হাঁ" কি "না" জবাব না দিয়া, কেবল গোঁজ হইয়া, মুখ হেঁট করিয়া রহিল। যাহা হউক, এক রকম ক্ষমা ঘৃণা করিয়া আমি দিন কাটাইতেছি, তবে দুঃখ এই আমার যেমন মন, তার তিলার্দ্ধও যদি স্ত্রীর মন হইত, তবে সংসার কি সুখের হইত। আমার স্ত্রীকে সুমতি দিবার উপায় কেহ বলিয়া দিতে পারেন? আমি কিছু টাকা খরচ করিতেও প্রস্তুত আছি,—যদি স্ত্রীটী আমার বশ হয়। আহা। অপবের স্ত্রী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, কেমন আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কেমন মধুরহাসিনী, তারা কেমন আধ আধ অমৃতমাখা ভাষায় কথা

কয়, কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না; আর আমাব স্ত্রী সদাই বিশ্বম্ভর মুখে বসিয়া আছেন,—বাঙাপদে যেন কত অপবাধই করা গিযাছে। সকলেব বিবাহে একই মন্ত্র, একই অর্থ ব্যয়, কিন্তু আমাব অদৃষ্ট মন্দ, তাই বিপবীত ফল ফলে। আমি ধন্য দয়াশীল পুরুষ, তাই এখনও এরূপ কালসাপিনী স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়াছি।
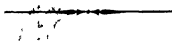
হঠাৎ কবি।

দিব্য কবিয়া বলিতে পাবি, যদি আমি দুই মাসের অধিক ঘব ছাডিযা পশ্চিম-প্রদেশে আসিয়া থাকি। ইহাব মধ্যেই একটী বড আশ্চর্য্য পবিবর্ত্তন দেখিয়া আমার মন, যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। আমাদের প্রতিবেশী গোবর ভায়া হঠাৎ প্রকৃত কবি হইয়া উঠিয়াছেন। সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রে সর্ব্বদাই এই রকম দেখিতে পাই,—"শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী প্রকৃত কবি, জলন্ত কবি, উর্দ্ধগামী কবি, ইহাঁব কাব্যসুধাবসপানে মুনিঋষি-যোগীবও হৃদয় বিচলিত হয়।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন বড চঞ্চল হইল, রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না, কেবল ভাবি, গোবর ত সেই, সারাদিন

ফিক্ ফিক্ হাসে, চেবাসিঁথিটী কাটে, আর মিহি কাপড খানি পরে, সে গোবর এই অল্প দিন মধ্যে কবি হইল কিসে? গোবরের ত গুণের মধ্যে, বাব দুই তিন এণ্ট্রেন্স ফেল, আর প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা গল্প কবা, এবং রাজা বাদসা মাবা। গোবর না পড়ে পণ্ডিত হলো, আমরা পড়ে শুনেও কিছু কবিতে পাবিলাম না। ইচ্ছা হইল, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ কবিয়া গোবরকে যাইয়া একবাব দেখিব—একবার নয়ন ভবিবা আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবিব। পবদিনই অমনি ডাক গাড়ীতে রওনা হইলাম, শীঘ্রই বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম, স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কথা নাই বার্ত্তা নাই, হঠাৎ আসার কাবণ কি?" আমি কি উত্তব দিব ভাবিয়া পাই না, বলিলাম "আসিতে কি নাই?" মা জিজ্ঞাসা কবেন "বাবা শবীব গতিক ভাল আছেত? চাকরীবত কোন গোলমাল হয় নাই?" বন্ধু-বান্ধবগণ বলিলেন—"এবাব যে খুব ঘন ঘন বাড়ী আসিবার ধূম দেখিতেছি।" আমি কাহাকে কি উত্তর দিব কিছুই স্থির করিতে পাবি না, ঘোব বিপদে পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সব সারিলাম।

বন্ধুদের সহিত এ, ও, তা গল্প করিতে কবিতে কথাব ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবব কেমন আছে?" তাঁহাবা গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপনি কি শুনেন নাই, গোবর্দ্ধন বাবু সম্প্রতি নট-নিকুঞ্জ নামে এক খানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন? আজ কাল তাঁহার নিকট অনেক বড় লোকের চিঠি আসিতেছে, সকলেই তাঁহার কবিত্বেব

প্রশংসা কবিতেছেন।" আমি বলিলাম, "বল কি হে ?—গোবব একদিনে কবি হইল কিরূপে ?" তাঁহাবা বলিলেন,—"সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কবি হইয়াছেন, তাঁহাব প্রকৃতিও অনেক পবিবর্ত্তন হইয়াছে।" আমি উচ্চ হাস্য কবিয়া উঠিলাম। বন্ধুগণ যেন একটু বিবক্ত হইযা বলিলেন, আপনি হাসিবেন না, গোবর্দ্ধন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ কবিলে, আপনাব ভ্রম দূব হইবে।

আমি গোপনে গোববেব আবও কিছু সংবাদ লইলাম, কিন্তু সকলেই বল্লেন, গোবব কবি হইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি এখন সর্ব্বদাই নীববে থাকেন, কেবল একমনে ভাবেন, অনেকের সঙ্গে কথাও কন না, লোকও ভাল ঠাওবাইতে পাবেন না, কাহাবও সঙ্গে যদিই কথা কহিতে হয়, তবে পদ্যে কথা কন,—গদ্য আব মুখ দিযা উচ্চাবণ হয় না। গোববের সঙ্গে দেখা করিবাব লালসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল, দশটাব মধ্যে আহাব কবিয়া তাড়াতাড়ি গোববেব ভবনে গেলাম। দেখিলাম, দ্বারে চাপবাসী, আমি কিছু না মানিয়া ঘব ঢুকিতে যাইতেছি, চাপবাসী ছাড়িবে কেন ? সে কার্ড চাহিল। আমার ত সে সব কিছুই নাই,—চাপবাসীকে বলিলাম, "বাপু হে ! অনেকদূব হইতে আসিয়াছি, একবাব দ্বাব ছাড়িয়া দাও।' দ্বাবী তথাচ দ্বার ছাড়ে না। হাঁকাহাঁকি কবিযা যে গোবরকে ডাকিব, তাহাবও যো নাই, চাপবাসী বিকট চক্ষে কেবল বলিতেছে, "আস্তে, আস্তে বাবু।" অবশেষে কিছু বুদ্ধি খরচ কবায় সহজেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহে

গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব অননুভূত বটে। দেখিলাম, একটী মনুষ্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে কি না, সন্দেহ; কলেবর শ্বেত-বস্ত্রমণ্ডিত। দক্ষিণ হস্তে পেনসিল, বাম হস্তে কাগজ। রূপ দেখিয়া প্রথমে সেই নিশ্চল মূর্ত্তিকে স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই ঠিক কবিতে পাবি নাই, ক্রমে বুঝিলাম, আমাদেব গোবর্দ্ধনই বটেন। গোববেব বংটা খাঁড়ি মুসুব ডেলেব মত, আজ কাল আবাব খুব মাজা ঘসা, চেহাবা একহাবা, গোঁফেব বেখা ঈষৎ উঠিবাছে মাত্র,—চুল লম্বা তাহাতে চেবা সিঁথি—পটলচেবা চক্ষেব চাহনী কেমন কেমন,—কাজেই প্রথমে নাবীজাতি বলিযা ভ্রম হয। যাহা হউক, ক্রমে গোবরেব সম্মুখে গিযা বসিলাম, তথনও গোবর নীবব; আমিও সাহস কবিয়া কোন কথা কহিতে পারিতেছি না, কি জানি, যদি কোন মহাধ্যান ভঙ্গ হয। প্রায় ৮।১০ মিনিট পবে, গোবব আমাব পানে চক্ষু ফিবাইলেন, খানিক চাহিযা থাকিযা ধীবে ধীবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাকী সুবে বলিতে লাগিলেন,—

কে তুমি, কি নাম তব, নিবাস কোথায়?
কিবা প্রযোজনে বল হেথা আগমন?
প্রাণ দিয়া, দেহ দিযা, কবিব উদ্ধাব
তব কার্য্য, ইথে কভু নাহিক অন্যথা।
যথায় দধিচি মুনি দেহ অস্থি দিয়া
উদ্ধাবিল দেবগণে, মারি বৃত্রাসুরে।

গোববেব কাণ্ডকাবখানা দেখিয়া আমিত অবাক্, ভাবি

লাম ব্যাপারটা কি? বলিলাম "ভায়া আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?—চিরকাল এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, ছেলে-বেলায়, যে 'দেবেন দাদা' তোমায় মানে বলিয়া দিত, আমিই সেই দেবেন্দ্র।

ওঃ হো, বুঝিয়াছি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ তুমি,
রাজীবের বংশ তুমি করেছ উজ্জ্বল,
তুমি মম বালবন্ধু, সখে' বল দেখি
হাত ধরাধরি করে দুজনে মনের সুখে,
খেলিতাম কত খেলা ভাগিরথী তটে,—
কপোত কপোতী যথা,—জাহ্নবী-সলিল
যবে মাখিত জোছনা উলটী পালটী।

তখন আমি আর থাকিতে না পারিয়া ভায়াকে সকল কথা ফুটিয়া বলিলাম—"গোবর! তুমি কেবল অমন কবিতা আউড়াইতেছ কেন?—সোজা সুজি কথা কওনা—গোবর উত্তর করিলেন,

গদ্যপদ্য ছন্দোবন্দ কিছু নাহি জানি,
দেবী কৃপা সব,—যা বলান, তাই বলি।
বাক্‌দেবী বীণাপাণি, বীণার ঝঙ্কার
হৃদয় কমলে মম দিতেছে সতত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোবর! কবে হইতে তোমার কবিত্ব শক্তি জন্মিল? গোবর উত্তর করিলেন,

চিরদিন ছিল কবিত্বে শক্তি,
চিরদিন ছিল কবিত্বে ভক্তি,

(তবে) এত দিন ছিল ধরিয়া মরিচা,
ভূগর্ভে হীবক না রহে সাঁচা।
এখন ডেকেছে কোটালে বান,
খরনদী অতি তরঙ্গ তুফান,
আগে ভেসে যায় যার ব্রহ্মাণ্ড-বাগান।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, ভাই গোবর। তোমাব কবিত্ব কেবল কি মুখে?—কাগজ কলমে হয় কখন? গোবর বলিলেন,—

দেখ তবে রাজীব-বংশ-ধুরন্ধর।
কবিতা লিখি কত মনোহর॥

এই কথা বলিয়া তিনি ভাল কাগজ ও কলম লইলেন; দোয়াতটী সম্মুখে সরাইয়া আনিতে গেলেন,—দুর্ভাগ্যক্রমে দোয়াত আনিবাব সময় হঠাৎ আমার নূতন ইস্ত্রীকরা পিরিহানে কালি পড়িয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতেছি, কি গ্রহ, কি উৎপাত, ব্যস্ত হইয়া কালি পুঁছিবার উপক্রম করিতেছি,—কিন্তু কবিহৃদয় অমনি উথলিয়া উঠিল, গোবর বলিলেন,—

আহা কি সুন্দর শোভা পিরাণ উপর
সৌদামিনী কোলে যথা নবীন নীরদ,
বকশ্রেণী মাঝে কাকের সঙ্গতি মবি।
অথবা যেমতি সাদা-কৃষ্ণ-বক্ষে, কালো-ভৃগু-
পদচিহ্ন,—মুনিমনোহর নয়ন রঞ্জন।

গোবরেব কার্য্য দেখিয়া আমার মনে হাসি, দুঃখ, বিস্ময় একেবাবে উদয় হইল। বেলা দুইটা বাজে দেখিয়া বিরক্ত

হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহ-দাসী আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বেলা অনেক হইয়াছে, মাঠাকরুন এখনও ভাত খেতে পান নাই, আপনি শীঘ্র আসুন,—গোবর উত্তর করিলেন,—

যাওদাসী ধীরে ধীরে মন্থর গমনে,
পার্থিব মাতাকে বল –"ভাত খাবো না।"

দাসী কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। গোবরের জননী শুনিলেন ছেলে ভাত খাবে না, বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনপ্রহর বেলা, না খেয়ে পিত্তি পড়ে একটা ব্যারাম করবে, আজ ক দিন থেকে সদরে চুপ করে ঘরের কোণে থেকে তার যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝিতে পারিনে। যাই আমি একবার। এই বলিয়া বৃদ্ধা বাহিরে পুত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। দাসী বলিল, সে ঘরে ওবাড়ীর ছোট বাবু আছেন। বৃদ্ধা বলিল, সে আমার পেটের ছেলের মত, থাকুক। জননী কিছু উগ্রস্বভাব, কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে বলিলেন—"বলি গোবরা, ভাত খেসে না—তুই কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি?—গোবর তখন উঠিয়া দাঁড়ায়া যোড়হস্তে বলিলেন –

এস মাতঃ জগদম্বে। শক্তিরূপা তুমি,
প্রণতি তোমার পদে করি বার বার।

মাতা বলিলেন—"ভাতখেসে আয়, পাগলের মত বকিতে হইবে না।"

গোবর। ক্ষুধার নাহিক লেশ, কবিতা অমৃত
পানে সদা সিক্ত প্রাণ,—মৃত্যুঞ্জয় আমি।

কি আব পার্থিব অন্ন—ধানেব প্রপৌত্র
তারা—থাব আমি ? মাতা ফিবি যাও ঘরে,
দাসেগো বেখো মা মনে— এ মিনতি তব পদে।

মাতা বলিলেন, 'তুই কি সত্য সত্যই পাগল হলি নাকি ?" এই বলিয়া যেন কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দ্রুত গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গোবর, মাতার প্রণামবন্দনা করিতে লাগিলেন,—

কজ্জল পূবিত লোচন ভাবে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা হারে—

এমন সময়ে বৃদ্ধা জননী এক কলসী জল আনিযাই গোবরের মাথায় তাড়াতাড়ি ঢালিযা দিল,—বলিলেন এতখানি বেলা, তবু স্নান নাই—কাজেই মাথা গবম হয়ে উঠেছে, বাছা তাই বেছুট বকিতেছে। দাসীকে বলিলেন—মাথায় শীঘ্র বিষ্ণুতৈল দাও। তখনও নিস্তাব নাই, গোবর বলিতে লাগিলেন,—

কিবা মনোবম সলিল প্রপাত।
হেবেছি গোমুখী-গণ্ডে জাহ্নবী পতন,
হেরি নাই কভু এহেন জলেব ঢেউ ॥

এইরূপ ব্যাপাব চলিতে লাগিল। আমি খুড়িকে বলিলাম—"তিন মাস কাল বিষ্ণুতৈল মাখান ও প্রাতস্নান করান চাহি—এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিবাহ রহস্য।

১ম—বৈরাগ্য।

কামিনী বাবুর ক্রমে বয়স হইয়া উঠিল, তিনি ইংরেজী পড়েন, টেডিকাটেন, পমেটম মাখেন, বক্তৃতা দেন, গান করেন। তিনি আবার খুব ভাল ছেলে, প্রতিবেশীগণের মতে অঙ্কশাস্ত্রে আর একটু অধিক ব্যুৎপত্তি হইলে, তিনি এতদিনে সব কয়টা পাসই করিতে পারিতেন। এরূপ গুণ-ময়, জ্ঞানময় ছেলের দেখিতে দেখিতে ক্রমে ১৮ বৎসর হইয়া উঠিল। আর কি বিবাহ না দিলে সাজে? কামিনী বাবুর পিতাকে সুহৃদ্বর্গ বুঝাইতে লাগিলেন,—"মহাশয়। করিতেছেন কি? পুত্র উপযুক্ত হইযাছে, বিবাহের কাল বহিয়া যাইতেছে—আপনারও পৌত্র-মুখ দেখিবার সময় উত্তীর্ণ হইতেছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।" পিতা বলিলেন—"কামিনীর আমার ইংরেজী পড়ে কেমন এক-রকম মেজাজ হইয়াছে; শুনিয়াছি, সে এখনবিবাহ করিতে চাহে না,—সে রাজি থাকিলে কি এতদিন বিবাহ বাকী থাকিত? সুহৃদগণ উত্তর দিলেন,—"আজ কাল ছেলে পিলের ঐ কেমন একরকম কথা হয়েছে,—আপনি সাবধান হবেন, এখন বিবাহ না দিতে পারিলে বোধ হয় আপনি আর কখনই দিতে পারিবেন না—বাঁশ কাঁচা বেলায় না নোয়াইলে, পাকা বেলায় আর নোয়ান যায় না।—আমরা আপনার অনেক কালের বন্ধু, তাই এত কথা বলিতেছি।"

কামিনী বাবু দিব্য নব্য ছোকরা, ফুটফুটেটী, ঠোঁট দুটী লাল,—যেন আলতা দেওয়া, হাতে একখানি গোলাপী রঙের রুমাল, ঘাম থাক বা না থাক,—সদাই তা দিয়া মুখটী পুঁছিতেছেন। জনসমাজে প্রচার ছিল, কামিনীবাবু বিবাহ করিবেন না। তিনি একবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, অল্প-বয়সে বিবাহ করা বড় দোষ, সন্তান দুর্ব্বল হয়, পবিত্র প্রণয় জন্মে না, আর স্ত্রী পুরুষ দীর্ঘজীবী হয় না। লোকে বুঝিল কামিনী বুঝি সন্ন্যাসী হইবেন, বংশ লোপ, পিতার নাম লোপ করিবেন। কিন্তু কামিনীকুমার অতি মিহি কালাপেড়ে ধুতি না হলে পরিতেন না, মাথাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া চেরা সিঁথি কাটিয়া পেটো পাড়িতেন,—কখনও নয়-আনা-সাত-আনা ভাগ হইবার যো থাকে নাই। তার উপর গন্ধ দ্রব্যের ছিটা দিতেন, রোজ একখানি সুগন্ধি সাবান করপল্ল-সংঘর্ষণে ক্ষয় হইত, বিদ্যাসুন্দরের ভাল ভাল স্থান খুঁজিয়া পড়িতেন, দুষ্ট লোকে এমনও কাণাকাণি করিত যে, কামিনী সন্ধ্যা ও সকালে লুকাইয়া বাসরঘরের গানের আখড়া দিতেন। লোকে যা বলে বলুক, কামিনী কিন্তু বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠিতেন, বলিতেন,—"ছি। ও পাপ কথা আমার কাছে কহিও না?" কামিনী বাবুত সমাজ সংস্করণের জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু ওদিকে তাহার পিতা মাতার দুঃখের অবধি নাই,—হায় হায়! ছেলেটা কি হলো? এমন জানিলে কে তাহাকে ইংরাজী ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিত?—সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ অধিক

মায়ের। তাঁর খেতে শুতে, উঠিতে বসিতে, কিছুতেই সুখ নাই। ম্লানময়ী অধোমুখে বসিয়া আছেন,—এমন সময়ে পাড়ার পক্ব-কেশা, গলিত-দশনা, বৃদ্ধপ্রপিতামহী আসিয়া উপস্থিত। তিনি পাড়ার সর্ব্বময়কর্ত্রী, বিধান-দাত্রী; দশখানা গ্রামের লোক তাঁহার স্বকৃত শাস্ত্রানুসারে চালিত হয়, নবদ্বীপ, কাশী, কাঞ্চীর শাস্ত্রসঙ্গত-মত তাঁহার মতের নিকট পদদলিত। তিনি মেয়ে-পার্লেমেণ্টের গ্ল্যাড-ষ্টোন, মেয়ে-আদালতের রমেশ মিত্র, মেয়ে-পুলীশের মনরো, এবং মেয়েলিশাস্ত্রের মনু। সেই মহামেয়ে অষ্টাঙ্গ দুলাইয়া, গরব গমনে তালে তালে পা ফেলিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধাকে দেখিয়া কামিনীর মা সসম্ভ্রমে উঠিয়া, অতি মধুর ভাষায়, সম্মান-সূচক সম্ভাষণ করিয়া সযত্নে উপবেশনের আসন পাতিয়া দিলেন। বৃদ্ধা ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "তোমার বাড়ীতে আমি বসিতে আসি নাই,—কেবল দুটা কথা বলিয়া যাইব।" মাতা তটস্থ, ভীত, ব্যাকুল চিত্ত, যোড়হস্ত—"কেন কি হইয়াছে?" "কেন, কি হইয়াছে? জাননা, সংসার মজাইতে বসিয়াছ, পরকাল নষ্ট করিতে বসিয়াছে, এর পর ভীটায় যে সন্ধ্যা পাবে না,—এত বড় আইবুড় ছেলে এখনও ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ? যত দিন না ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আন, ততদিনত তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইবে না।—তোদের দোষ নাই, দিন কাল বড় খারাপ পড়েছে,—এখনকার মা মাসী আপন আপন গোয়ামী লইয়াই ব্যস্ত,—আপ্ত সুখে রত, খৃষ্টানি কাল

পড়েছে, তোর দোষ কি? বাছাব কেমন নবীন নধর গঠন! ঈষৎ গোফের রেখা। হতভাগী, কোন্ প্রাণে তুই বেটার বিয়ে না দিয়ে সংসারে আছিস্, ঘর কর্‌চিস্?" তখন কামিনীর মা অতি কাতব হইয়া, যোড হস্তে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে উত্তর করিলেন—"আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাকে বলি, সে, হচ্চে-হবে বলে, বড গ্রাহ্য করে না, ছেলের কাছে বিয়ের কথা পাড়লে সেও কোন উত্তর দেয় না, কাণা ঘুষা শুনি, কামিনী নাকি বেশী বয়স না হইলে বিবাহ কব্‌বে না, আমি একলা মেয়ে মানুষ, কেবল অন্তবে অন্তরে গুম্‌রে ম্‌বতেছি।" বৃদ্ধা উত্তর কবিল 'দূব পাগলি। আজও স্বামী বশ করিতে শিখলি না?—এবপর তোদেব দশায় হবে কি?-ছিছি। এক দিনেব কথার চোটে শোযামীকে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিতে পারিস না? আমি বলে চলিলাম, আমাকে ও-পাড়াবায় বোসেদের বাডী যেতে হবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিবা গেল।

সত্য সত্যই তখন দুঃখ, বাগ, অভিমান যুগপৎ আসিয়া রমণীর হৃদয় অধিকাব কবিল। শ্রীরাধিকাব নয়ন যুগল টল্ টল্, চল্ চল্, ছল্ ছল্ কবিতে লাগিল, মন্দাকিনী-বারিধাবা নয়ন কোণ হইতে অল্পে অল্পে পড়িতে লাগিল। মানময়ী কোমলাঙ্গে অভিমান রূপ কঠিন বর্ম্ম পরিয়া জলময় চক্ষু রক্তজবা কবত যেন যোদ্ধৃবেশধারিণী হইয়া খট্টাঙ্গে বসিলেন—যেন সিংহবাহিনী ভগবতী মহিষাসুব বধের মনস্থ করিলেন। এমন

সময়ে সেই চাকুরে-স্বামী শ্রীকৃষ্ণকিশোর—সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের হলধর, সংসারতরীর গুণটানামাঝি, সেই কামিনীর মায়ের সুখ-মোক্ষ-দাতা—আজ্ঞাকারী, অবশ্য-পোষ্য—চাকুরেপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকিশোর দিবসের কার্য্য অবসানে গুটি গুটি গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অর্দ্ধাঙ্গীর রূপ দেখিয়া বুঝিলেন, আজিকার গতিক বড় ভাল নহে, আজিকার এই রূপ আধা-কোমল আধা-কঠোর নহে—গঙ্গা যমুনার সঙ্গম নহে। এ মূর্ত্তি সৃষ্টিসংহারিণী—প্রলয়কারিণী,—ডাকিলে উত্তর নাই, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, অসাড়। চক্ষুদিয়া থেকে থেকে টুপ্ টুপ্, ঝুর ঝুর কেবল মুক্তাফল বৃষ্টি হইতেছে,—তাহা যেন হেনিরি-রাই-ফলের গুলির ন্যায় কৃষ্ণকিশোরের বক্ষে বিঁধিতেছে, আর থাকিতে পারিলেন না, আর সহ্য হইল না—তখন সকল দায়ের দায়ী, গরীব বেচারা কৃষ্ণকিশোর যথা বিধি শাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধাঙ্গীর মান ভঙ্গ করিলেন,—শেষে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে যাহাতে কামিনীর মত করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব।"

পাতা মুড়িবেন না।

বিবাহ-রহস্য।

২য়—পড়িবার গৃহে।

কামিনী বাবু পিতার একমাত্র সন্তান,—নয়নের তারা, অঞ্চলের নিধি, সাত রাজার ধন একটী মাণিক। আদুরে আব্‌দারে ছেলে কামিনী যা বলে, তাই হয়; যা চায়, তাই পায়,—মা বাপ কামিনীর মনে কিছু ক্ষোভ রাখেন নাই। কামিনীর পড়িবার ঘরটী বেশ সাজান; বার্ণিস করা—সবুজ রঙের বনাত মোড়া একখানি দিব্য টেবিল, তার চারি ধারে চার খানি চেয়ার, টেবিলের উপর স্থূল সূক্ষ্ম লঘু গুরু হরেক রকম কাচনির্ম্মিত নানা বর্ণের জিনিস আছে; টেবিলের অগ্রভাগটাকে প্রথম দৃষ্টে অস্-লার কোম্পানীর দোকানের মুখপাত বলে মনে হয়। "এতগুলি কাচদ্রব্য টেবিলে কেন?" জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী বাবু মিহিস্বরে সাধুভাষায় বলেন, "সমীরণ সাহায্যে কাগজপত্র উড়িয়া যাইবার ভয়ে ও-গুলি এখানে সর্ব্বদা সাবধানে সুরক্ষিত হয়।" টেবিলের পূর্ব্বভাগে একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ—ছোকরা বাবু চেয়ারে বসিলে পায়ের নখ হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের প্রায় সমুদায় অংশ এককালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে মেহগনি কাঠের একটী লাল রঙের বাক্স, বাক্সে কি আছে, তাহা কে জানে? কিন্তু বাক্স খুলিলে, এরূপ একটা যোজন-ভেদী, অভ্রভেদী সুগন্ধ বাহির হয় যে, তাহাতে মনে

হয়, যেন পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশের যাবদীয় গন্ধদ্রব্যের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা-গন্ধরস সৃষ্ট হইয়া, ঐ বাক্সে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। টেবিলের উপরে সাবি দেওয়া কেতাব-শ্রেণী; সকলগুলিরই প্রায় লাল রঙের মলাট; চসার, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, ভল্টেয়ার, রূসোঁ, বাইরণ সকলি আছেন,—দান্তে, কোমৎ, মিল, স্পেন্‌সার, বাইবেল, কোরাণ, ঋগ্বেদ, বিষ্ণুপুরাণ বর্ত্তমান। দেশী, বিলাতী নানা জাতীয় নভেল নাটকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। টেবিলের ঈশান কোণে, ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে, ওয়েবেষ্টার অভিধানের অন্তরালে ৺বটতলার সৃষ্টি "কি মজার শনিবার" "দাঁতে মিশি" "কমলে-ভ্রমর" "জীবন-তারা" "বিদ্যাসুন্দর" "মান-ভঞ্জন" "কলঙ্কভঞ্জন" "বস্ত্রহবণ" প্রভৃতি গ্রন্থাবলী অনল্প অবনতমুখে বিরাজিত। গৃহের দেওয়ালের চারি ভিত্তিতে সংলগ্ন নানা জাতীয় স্ত্রীলোকের নয় দশটী ছবি—সেগুলি গ্লাসকেসে ঢাকা।—কোথাও কোন লাবণ্যময়ী হাস্যমুখী অনূঢ়া ইহুদী যুবতী একটী গোলাবের তোড়া লইয়া প্রিয়-জনেব হস্তে অর্পণ কবিতেছেন। কোথাও বা বেশভূষায় সুসজ্জিতা, ধবলকান্তি, বক্রগ্রীব আডনয়নবিশিষ্টা ইংবেজ-মহিলা ইংরেজপুরুষেব সহিত হাতধরাধরি করিয়া খোসগল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন। কোন পটে বিলাতী সাহেব বিবির নাচ হইতেছে—মধ্যে মধ্যে কত বঙ্গরস বহিয়া যাইতেছে। যেখানে শ্রীযুত সচরাচর উপবেশন করেন, ঠিক্ তাহার সম্মুখে দেওয়ালেব গায়ে একটী অপূর্ণ-যৌবনা বাঙ্গালী রমণী পালঙ্কের উপব তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া ঈষৎ

হেলিয়া বসিয়া আছেন,—ওষ্ঠাধর লাল—যেন হিঙ্গুল মাখান, তাঁহার নবনীলনীরদ তুল্য কেশদাম খাটের রেলিং হইতে বিলম্বিত হইয়া যেন ভূপৃষ্ঠ চুম্বনে উদ্যত, এই নবীনার পরিধান অতি মিহি কালাপেড়ে সাটী, দক্ষিণ হস্তে একখানি পুস্তক—নয়নের নীচে সন্নিবিষ্ট। এ হেন প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট।

কার্ত্তিক মাস উপস্থিত। পরীক্ষা নিকট। কামিনী বাবু ফের এবার বিএ, পরীক্ষা দিবেন। এইরূপ প্রচার ছিল, গতবারে শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন অঙ্কশাস্ত্রে কেবল সিকি নম্বর কম হওয়াতে কামিনী বাবু ফেল হয়েন। কিন্তু আর আর বিষয়ে খুব বেশী বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার পড়া শুনা ত সব সাবেক তৈয়ারি আছে, তাই কামিনী বাবু এবার অপরাপর বাঙ্গালা, ইংরাজী পুস্তক পাঠে অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। একান্ত একাগ্রতার সহিত চিত্তকে সংযম করিয়া, ভালে দৃঢ় সংকল্পের ত্রিবলীরেখা ধারণ করত, কামিনী বাবু "যৌবনে অপূর্ব্ব সম্মিলন" নামক নাটিকা পাঠ করিতেছেন,—দক্ষিণ পার্শ্বে নিধুর টপ্পা গ্রন্থখানি সমাদরে অবস্থিত। এমন সময় দূর হইতে চটীজুতা-বিশিষ্ট মনুষ্যের পদধ্বনি শ্রুত হইল। কামিনী কুমার অমনি আস্তে আস্তে সেই পুস্তকখানি, পুস্তক রাশির মধ্যে মিশাইয়া দিয়া, নিধু বাবুর গ্রন্থকে অঙ্ক শাস্ত্রের নোট বুকে ঢাকিয়া ফেলিয়া জন-ষ্টুয়ার্ট মিলের "Principles of Political Economey

গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রহস্ত কামিনী অতি অল্প সময়েব মধ্যে এ কার্য্য সমাধা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে এক প্রবীণ পুরুষমূর্ত্তি উপস্থিত হইল। পুরুষের নাম হবিহর দাস, গ্রাম সম্পর্কে কামিনীর খুড়ো। কামিনী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মহাশয়েব এখানে কি জন্য আগমন?" খুড়া বলিলেন, "বাছা তোমার সঙ্গে আজ আমার দুটা কথা আছে, আমার কথাটী রক্ষা করিতে হইবে।" কামিনী বলিলেন,—"আপনাকে আমি যথেষ্ট মান্য করি, কথা রক্ষা করিবার হইলে অবশ্যই করিব।" খুড়া বলিতে লাগিলেন "দেখ তোমাব মা বাপেব তোমা বই আর কেহ নাই, তুমি অন্ধের নড়ি, তোমাব বিবাহ দিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেই তাঁহাদেব সুখ। তুমি যদি বিবাহ না কব তাহা হইলে, তোমার মা বাপ সংসাব ত্যাগ করিয়া বিবাগী হইয়া কাশীবাস কবিবেন,—পিতা মাতাকে একপ কষ্ট দেওয়া ভাল কি? আমি বলিতেছি, আমার কথা বাখ,—এই অগ্রহায়ণ মাসে শুভ লগ্নে তোমাব শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হউক।" এই কথা শুনিবামাত্র কামিনী বাবু চমকিয়া উঠিলেন—যেন হঠাৎ শত কামান তাঁহার সম্মুখে দাগা হইল—ভীত, স্তম্ভিত, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ভাবে কর্ণযুগলে হস্ত দিয়া বলিলেন—"মহাশয়! অদ্য ভট্টাবকবারে আমার সাক্ষাতে অমন কথা বলিবেন না, ও নিদারুণ বাক্য শুনিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে।—আপনি কি মিল, স্পেনসার, ডারউইন, কোমৎ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ পড়েন নাই?—

এ বাল্যকালে পাঠাভ্যাসেব সময় ওসব কথা কি?—আমি এখন বিবাহ কি তাহা বুঝি নাই, পবিত্র-প্রণয় কাহাকে বলে তাহাও ভাল জানি না, বিবাহের পর দম্পতীর কর্ত্তব্য কি, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহাও শিখি নাই। বিবাহ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন অবোধ শিশুকে কেন আপনাবা হাতে পায়ে পাষাণ বেঁধে অগাধ জলে ভাসাইয়া দিবেন। বিশেষ আমি এখন বালক,—এখনও আমাব সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হয় নাই, হাড় সকল এখনও নরম আছে; এমন সময়ে বিবাহ কবিলে আমাদেব নিজের ও দেশের অমঙ্গল আছে। যাহা হউক, আপনি একে খুড়ো, তায় বয়সে বড, আপনাকে বেশী বলা সাজে না। এখন আমাকে মাপ কবিবেন, ও পাপ কথা ছাড়া আমাকে যা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" খুড়া অবাক্, মুখে আর বাক্য সবে না, শবীব ঘামিতে আবম্ভ কবিল, অতি ধীবে ধীবে অস্ফুট স্ববে বলিলেন—"বাপু। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।" কামিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ও সব পাশ্চাত্য মত—যে মত লইযা ভাবত উদ্ধাব হইবে—আপনাবা সেকেলে মানুষ, উহা ভাল বুঝিতে পাবিবেন না,—সোজা কথায বলি—'আমাব এখন ১৮ বৎসব বযক্রম হইযাছে, আব ১২ বৎসব অতীত হইলে, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বযসে বিবাহ কবা উচিত। যদি জনক জননী একান্ত দুঃখিত হয়েন তাহা হইলে আবও পাঁচ বৎসব কমে বিবাহ করিতে পাবি। কিন্তু সে

কার্য্য করিতে হইলে এখন থেকে তার উদ্যোগ কবা চাই। আমি স্বয়ং কন্যাকে দেখিব, তাহাব বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্য রূপ গুণ ক্রমান্বয়ে এক বৎসব ধবিযা পরীক্ষা কবিব, ইহাতে যদি উভয়েব মনের মিল হয় এবং কন্যার পিতা যদি স্বদ্বংশজাত ও ধনবান হন— আমি-হেন জামাতাকে কন্যা-সম্প্রদান কবিতে যদি ', তিনি উপযুক্ত পাত্র হন, তবে তখন সেই কন্যাব, আমাব সহিত একদিন বিবাহের প্রস্তাব কবিতে পাবেন।" তখন খুড়া একটু কুপিত হইযা বলিলেন "বাপু হে! তুমি বালক বলিয়া বুঝাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বালক হইয়া বৃদ্ধকে বুঝাইতে বসিয়াছ। বালক হইয়া তোমার যদি এত বুদ্ধি, তবে বিবাহেব নামে আপনাকে বুদ্ধিশুদ্ধি-হীন শিশু বল কেন?—আর যে সকল কথা বলিতে আবস্ত কবিয়াছ, তাহা আমি কি,—স্বর্গ হইতে আমাব প্রপিতামহ আসিলেও বুঝিতে সক্ষম হইবেন না।—তাই বলি বাপু, পিতা মাতাব মনে আব কষ্ট দিও না,—ভীটায সন্ধ্যা দিবাব যোগাড কব।" কামিনীকুমারও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আপনবা যদি আমার কথা না বুঝিতে পারেন তাহাতে আমার অপরাধ নাই,— আপনাদেব সুশিক্ষার অভাবই না বুঝিবাব কারণ। আমার মতে—আমার প্রণালীর অনুযাযী আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অপবের মতে বিবাহ হইতে পারে না, বিবাহ বড শক্ত বিষয়।" খুড়া তখন আস্তে আস্তে বলিলেন—"তাই বল, তোমার কিরূপ বিবাহেব

প্রণালী, তোমার পিতাকে সেই কথাই বলিব।" কামিনী বলিলেন "সে কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে?" খুড়া—"আমি বাপু ওসব কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই।" কামিনী বলিলেন—"আচ্ছা তবে কল্য আপনাকে লিখিয়া জানাইব।" তখন গ্রাম্য-খুল্লতাত ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বিধাতা, তিন বিন্দু সুধা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফেলিয়াছিলেন—১ বিন্দু, ইলিস মাছের ডিমে, ১ বিন্দু, পাকা আমে, আর এক বিন্দু ঘটকের মুখে। কামিনী আজ সেই খুড়ারূপী ঘটকের অমৃত-বিনিন্দিত বাক্যে বড় পুলকিত হইলেন—যেন সুধাপানে বিহ্বল হইলেন, খুড়া উঠিয়া গেলে মিহিস্বরে এই গানটি ধরিলেন,—

ওহে যোগীবাজ। কোথা হে বিরাজ।
রমণীসমাজ, আসা কি আশায়।

পাতা মুড়িবেন না।

বিবাহ রহস্য।

৩য়—পলায়ন।

এতদিন বি,এ, পরীক্ষার হাঙ্গামে কামিনী বাবু বিবাহের পাপ কথা মুখে আনেন নাই, কাহাকেও আনিতে দেন নাই। জনসমাজে প্রচার ছিল, তিনি সেই সুসজ্জিত সুরম্য গৃহে খিল দিয়া, সমস্ত দিন বিদ্যা চর্চ্চায় রত থাকিতেন। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে বৈকালে—৪টা না বাজিতেই, বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, সেই ঈষৎ বাঁকা-হেলান-নয়নে, সেই গন্ধদ্রব্য-পূর্ণ সুরঞ্জিত কেশে, কামিনী বাবু ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সে সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব বাহার দেখিলে মনে হইত, যেন ইন্দ্রদেব, প্রফুল্ল মন্দার-পুষ্পময় নন্দনকাননটীকে সঙ্গে লইয়া শচী-সম্ভাষণে যাত্রা করিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহ স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া, বাবুজী প্রায় রাত্রি দশটার পর, গৃহাভিমুখে আসিতেন, আবার সেইরূপ নিজকক্ষে অর্গল বদ্ধ করিয়া নিঝুমভাবে সরস্বতীর উপাসনা করিতেন।

এক্ষণে ত পরীক্ষা শেষ হইল। অবোধ পিতামাতা পুনরায় পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কামিনী বাবু জানাইলেন, উপযুক্ত মনোমত পাত্রী, শ্বশুর ও সম্বন্ধী পাইলে, তিনি বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন। কামিনী বাবু বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করি-

য়াছিলেন, অন্তত লোকে যাহা বলে,—তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম, যথা;—"পাত্রীটীর ধমনীতে নিয়তই যে আর্য্য-শোণিত বহিতেছে, ইহার বিশেষ প্রমাণ থাকা চাহি। মাতৃকুলে ডেপুটীপদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং পসারওয়ালা উকীল, সমুদায়ে তিন চারি জন থাকা আবশ্যক। পিতৃকুলে.—পিতা, নিসন্তান হইবে,—এবং নিদান পক্ষে তাঁহাব পঁচিশ হাজার টাকা জমীদাবীতে আয় থাকিবে। কন্যার রঙ—তুষারনিভ শ্বেতবর্ণও নহে, নবোদিত বাল-সূর্য্যেব ন্যায় লালবর্ণও নহে, অথবা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বসোরা-দেশ-সম্ভূত গোলাপ পুষ্পের বর্ণও নহে—খাঁটি দুধে আলতা মিশাইলে যাহা হয়, তাহাও নহে। এ রঙ কেমন এক প্রকাব বর্ণনাতীত হইবে। তার পর শ্বশুর সাড়ে বাব হাজার টাকার গহনা দিবেন, বিবাহের পর দিন হইতে বরকে পকেট খবচেব জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা দিবেন। কন্যার সঙ্গে দুইটী দাসী আসিবে, তাহার খোবাকী ও মাহিনা শ্বশুব দিবেন। এবং মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে শ্বশুব তাঁহাব সমস্ত বিষয় কামিনীব নামে উইল করিয়া যাইবেন। এই সকল স্থিব হইলে দেখিতে হইবে, কন্যাটী পবিত্র প্রেম বুঝে কি না, বিবাহের পর দিন হইতে কামিনী বাবুর সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পাবে কি না, এবং আচাব ব্যবহার হাবভাব ইংরাজী-মতে কি না? এই সকল সম্পূর্ণরূপে ঠিক হইলে, অবশেষে কন্যাটীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে পজিটিভিষ্ট হওয়া চাই।" কামিনী বাবুর বিবাহের ফর্দ্দ শুনিয়া মা বাপ হতবুদ্ধি হইলেন, প্রতি-

বেণী মণ্ডল অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল, চাকরাণী-কুল পরস্পর আঁখি-ঠারাঠেরি করিয়া মুচ্‌কে হাসি হাসিল।

বিধু বাবু কামিনীর সহপাঠী, বড স্পষ্টবক্তা লোক,—পাড়ায় তাঁহার পসার অধিক। কামিনীর পিতা বিধুকে অনুরোধ করিলেন,—"দেখ বাপু, কামিনীর মনেব কথা কি, তাহা তুমি না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবে না,—একবার তুমি তাহাকে বুঝাইয়া বল।" বিধু বাবু অমনি কামিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত, বলিলেন,—"কি হে কামিনী, আজকাল কেমন আছ?—তোমার নাকি বিবাহ হবে? বেশ বেশ, এ বয়সে অর্দ্ধাঙ্গী না হলে সাজে কি?—শুনিতেছি, তোমার ক'নে পছন্দ হইতেছে না, বল দেখি ভাই! তুমি কিরূপ স্ত্রী চাও?" কামিনী বাবু যেন হঠাৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"ছি! তুমি সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের কথা কও কেন?—আমি ও সব কথা ভাল বাসি না; নাবী জাতি পবম পবিত্র, তাঁহাদের কথা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিতে নাই, ওরূপ কথায় তাঁহাদের অঙ্গে কালিমা স্পর্শ করিতে পারে, অপব কথা কও।" বিধু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তত্ত্ব কথা পরে হবে,—ডারউইনের থিয়রি—Survival of the fittest. এ সব কথা শেষে হবে; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই ত আমরা চিরকালটা এক সঙ্গে পড়িতাম, সেই আজীবন নোট মুখস্থ করে, গলা ভেঙ্গে গিয়াছে;—তবে আমার অপবাধের মধ্যে আমি গত বৎসর বি,এ, পাস হই, তুমি ফেল হও!—জিজ্ঞাসা করি তুমি ইহার মধ্যে এত

নীতিজ্ঞ হইলে কিরূপে? স্ত্রীলোকের নামে অমন চমকে উঠ কেন? এদিকে বিবাহের নামে ত কম্পিত-কলেবর দুর্ব্বাসা, ওদিকে ফর্দ্দ দিবার সময় যেন পাকা মুচ্ছুদ্দি। আমরা ভাই মোটা-বুদ্ধি লোক; বড় কিছু বুঝি না, তুমি ইহারই মধ্যে পবিত্র প্রণয় বুঝেছ। তুমি যেরূপ কন্যার ফরমামাইস্ করেছ, তাহা বেদে নাই, কোরাণে নাই বাইবেলে নাই, এত শিখিলে কোথায়? আমাকে আজ সব বুঝাইতে হইবে।"

কামিনী বাবু দেখিলেন, আজ শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন,—নিস্তার নাই। ক্রমে একটু নরম হইয়া বলিলেন—"তোমার ভাই চিবকালটা, এক রকমেই গেল, কেবল সেই ঠাট্টা, আর তামাসা নিয়ে আছ।" বিধু বাবু উত্তর করিলেন, "তামাসা নয়, সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, পবিত্র প্রণয়ের অর্থ কি? আমরা বি, এ, পাস হয়েছি বটে, কিন্তু তোমাব পড়াশুনা অনেক;—আমাব অপেক্ষা তোমার জ্ঞানের প্রসার অধিক। কামিনী বাবু ধীরে গম্ভীরে উত্তর করিলেন "পবিত্র প্রণয় বর্ণনাতীত, তাহা কেবল হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, দেহের সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই, কেবল মনের সঙ্গে তাহার দেখা শুনা। সেই অনির্বচনীয় প্রণয় না জন্মিলে, বিবাহ করিতে নাই—সে প্রণয়রস বিনা সংসার বৃথা, শরীর বৃথা, প্রাণ বৃথা।" বিধু বাবু বলিলেন, -"সেই অনির্বচনীয় জিনিস্টা কি একবার শুনিতে পাই না?"

তখন কামিনী বাবুর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিল। কল্পনা-

দেবীর আবির্ভাবে আর পার্থিব গদ্যে কথা কহিতে পারিলেন না,—অবিরল অবিশ্রান্ত কবিতামালা স্বতঃ মুখ-নিঃসৃত হইতে লাগিল,—

হায় সখে! কেমনে বর্ণিব তাহা—
যাহা জাগরণে স্বপ্ন, স্বপ্নে জাগরণ,
যাহা ধরাধামে স্বর্গ, নরকে বৈকুণ্ঠ,
হৃদ্‌পথে যে ভাব উদিলে, হৃদি কাঁপে
গুরু গুরু,—যথা যবে প্রভাত-কমলে
শিশিরের বিন্দু, কাঁপে প্রভঞ্জন-বলে।
কেমনে বর্ণিব— দীন আমি—কোথা পাব
রত্নরাজি—সে ভাবময়ী, সে মধুময়ী
নারীমূর্ত্তি—জেগে উঠে মৃতদেহ যার
দরশনে,—হায় যথা উঠেছিল জেগে
কপিবৃন্দ শ্রীরাম লক্ষণ আদি, ত্রেতায়—

বিধু হাসিয়া বলিলেন—"আর না, থাম ভাই। আমি বুঝিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, ওসব বাজে কথা—ভণ্ডামি রাখ—সংসারে যা রয়, বসে তাই কর, পাগলের মত পবিত্র প্রণয় ভেবে মিছে দিন কাটিও না, গৃহকার্য্যে মন দাও—টেডিকেটে, পোষাকএঁটে বেড়ালে ত দিন যায় না। মা বাপকে আর মনোব্যথা দিও না। আর শুধু পবিত্র-প্রণয় কৈ?—১২ হাজার টাকার গহনা চাহি,—জিজ্ঞাসা কবি স্ত্রী ৫ হাজার টাকার মতির মালা গলায় না দিলে কি পবিত্রপ্রণয় জন্মে না? লেখা পড়া শিখেছ,—বক্তৃতা দাও, গহনা প্রথা, পণ প্রথা ভাল নয়—এখন এটা কি? একটী

ভাল কন্যা স্থির হয়েছে। কন্যাটী রূপে বল, গুণে বল, বংশে বল, তোমার অপেক্ষা ঢের ভাল।" কামিনী বলিলেন—"শুধু রূপ, গুণ, বংশ লইয়া কি করিব?" বিধু উত্তর করিল—"ধুনা দিতে হবে।" কামিনী—"তোমার কেবল তামাসা, বলি কত দূব ইংরেজী পড়েছে?" বিধু—"হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সোসিওলজী মুখস্ত করিয়াছে,—হবেত? ইংরাজীতে আউট না হলে কি বিবাহ কবা হয় না? ১০।১১ বৎসবের মেয়ে তোমাব জন্য কত ইংরেজী পড়িবে বল? কন্যাটী বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংবেজীও একটু একটু শিখিতেছে।"

কামিনী দুঃখিত হইয়া উত্তর কবিলেন—"মাপ কর ভাই।—আমার বিবাহে কাজ নাই।—পিতাকে বলিও তিনি যেন পুত্রের কোন আশা ভবসা না করেন,—আমি চলিলাম, আমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ফিরিব।" বিধু বলিলেন—"তুমি কুপুত্র।" বিধুর মুখে কামিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতাব চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহে হাহা রব উঠিল—মাতা মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই দিন হইতে কামিনীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না—দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে, বিবাগী হইবার সময় কামিনীর পকেটে ছাঁকাটপ্পার একখানা খাতা ছিল, কেহ কেহ বলে, সেটা গানের খাতা নহে, দাসুরায়ের ছেঁড়া পাঁচলি,—কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাবা বলেন—পাঁচালি ও খাতা দুইই ছিল।

কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ।

দিনের পর দিন যাইতেছে, কালচক্র চোখের উপর বুকের মাঝে অনবরত ঘুরিতেছে,—বল দেখি ভাই। কি গতিতে তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন অতিবাহিত হইতেছে? এ দাস-জীবনের বদ্ধ-স্রোত, এ মহাশ্মশানের দগ্ধমরু দিয়া চির-দিনই কি অমনি একইভাবে ধীকি ধীকি বহিবে?—কখনই কি আর সে বেগ, সে তরঙ্গ-বিক্রম, সে স্ফূর্ত্তি দেখা দিবে না?-গিরিকন্দরবিদীর্ণকারিণী স্রোতস্বতী আর কি কখন দুরন্ত ঐরাবত ভাসাইতে সক্ষম হইবে না? তোমরা যা বল, যা ভাব, ভাই। আমি কিন্তু চারিদিকেই ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নিবিড় অনন্ত অন্ধকার দেখিতেছি-নির্জীব, ক্ষীণ, মুমূর্ষুপ্রায় দেহ ধূলায় লুটাইতেছে,—জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, উত্থানশক্তি নাই—শৃগাল কুক্কুর সদাই পদাঘাত করিতেছে, এ নিস্পন্দ, নিশ্চল, অসাড় জীবনের উদ্দেশ্য নাই, আশা নাই,—এ শ্মশানে কেবল একমাত্র শবরাশির হাট।

আর সহ্য হইল না। স্বদেশহিতৈবী যুবক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কক্ষ হেলাইয়া, বক্ষ দুলাইয়া, হস্ত নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া, সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সে গগণভেদী বিকট রাক্ষসী সুর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল—গোরু, মানুষ অস্থির হইয়া পড়িল, আসন্ন-প্রসবা রমণী ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি

মধুসূদন ডাক ছড়িতে লাগিলেন। সেই গারিবল্ডীর অবতার, ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র, কসথের মাসতুত ভাই, আরাবী পাশার সম্বন্ধী—তখন ম্লেচ্ছভাষায় চীৎকার করিতে লাগিলেন—"কোন্ মূর্খ বলে, ভারত নির্জীব?—আমি যে বক্তৃতা দিয়া - দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা দিয়া ভারতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছি। ঐ দেখ রাস্তা দিয়া কত লোক বেগে চলিয়া যাইতেছে। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় এবার যে ৩২ শত ছাত্র উপস্থিত হইল, সে আমারই বক্তৃতাবলে, এই যে ৯ আইন উঠিয়া গেল, সে আমারই বক্তৃতাবলে, এই যে রমেশ মিত্র হাইকোর্টের চীফ্‌জষ্টিস হইলেন, সে আমারই বক্তৃতাবলে, অধিক আর কি বলিব, এই যে আত্মশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তাহাও আমারই বক্তৃতার বলে।—বক্তৃতা, বক্তৃতা, বক্তৃতা,—অচিরে ভারত উদ্ধার হইবে। ভারতবাসী! ভয় নাই, আমি আছি, বক্তৃতা দিয়া তোমাদের সকল অভাব মোচন করিব,—বক্তৃতায় তোমাদের শত শত, সহস্র সহস্র কলের জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিবে, বক্তৃতায় দেশাভ্যন্তরে কলের তাঁত প্রস্তুত হইবে, বক্তৃতায় বঙ্গের কৃষককুল কলের লাঙ্গল পাইবে, বক্তৃতায় ইহকালে ইন্দ্রপদ, পরকালে মোক্ষপদ, লাভ হইবে। হা ভারতবর্ষ! তোমার সন্তানগণ বুঝে না যে তুমি কি পদার্থ। আমি একলা মানুষ—কদিক দেখিব? আমাকে একটী দোসর দাও, তখন আমি আরও, তোমাকে আরও উর্দ্ধে তুলিতে পারিব। হা ভারতবাসী। হা প্রাণের ভাই! হা অভেদ-আত্মা! এস ভাই! একবার কাছে দাঁড়াও।

তোমরাই আমার সম্বল, তোমরাই আমার সহায়, তোমরাই আমার সম্পত্তি। আমি তোমাদের জন্য দিবানিশি চক্ষের জল ফেলিতেছি,—তোমাদের জন্য আমার উদরে অন্ন রুচে না, রাত্রে ঘুম হয় না, তোমাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই আমি এরূপ জীর্ণ শীর্ণকায়। অদ্য আর না—বিদায়।"

আমি ভাবিলাম লোকটা কে?—বিশেষ তথ্য জানিতে হইবে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টা হইল। বাবু তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; আমি বাহিরের বারান্দায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটী বালক আসিয়া মৃদুস্বরে বাবুকে বলিল, "দাদা স্কুলের মাহিনা দিন।" দেশহিতৈষী দাদা বলিলেন 'আমার হাতে টাকা নাই, কিছুকাল অপেক্ষা কর।" ছোট ভাইটী বলিলেন,—"দাদা, কাল মাহিনা না দিলে নাম কাটিয়া দিবে,—আপনি ত বলেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই দিবেন।" বালকের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। দাদা তখন চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিলেন,—'তোমার যে স্কুলের মাহিনা দিব স্বীকার করিয়াছি, তাহার কিছু বেজিষ্টরী লেখাপড়া আছে বলিতে পার?—এই বক্তৃতা করিয়া আসিলাম, এখন বিরক্ত করিও না, এখন এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি আমার পিতার পুত্র না হইলে, এখনি উপযুক্ত শাস্তি দিতাম।" বালক তখন অধোমুখে সজলনেত্রে প্রস্থান করিল।

মলিনবস্ত্রপরিধানা, পরিপাণ্ডুমুখকান্তি, বৃদ্ধা জননী গুটি

গুটি আসিয়া উপস্থিত—দেশহিতৈষী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাছা গোপাল, আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তাই এত রাত্রে এখানে এলাম। কাল একাদশী, আমার হাতে একটী পয়সাও নাই, বাছা তুই আমার পেটের ছেলে, তোকে না বলেই বা বলি কাকে, আমার আজ সমস্ত দিন আহার হয় নাই,—বড ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে আজ কিছু পয়সা দাও।" স্বদেশানুরাগী যুবক উত্তর করিলেন,—"তোমার পয়সা পয়সা বুলি আর ঘুচিল না—এত রাত্রে আমি তোমার জন্য পয়সা বার করে বসে আছি কি না যে, বলিলেই অমনি পয়সা পাইবে। আর তোমার কাছে যে পয়সা নাই, তাহা আমি এক দিনের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারি না, বাবা যত টাকা রোজগার করিতেন সবই তোমার হাতেই দিয়াছিলেন, সে সব টাকা কোথায় গেল? কেবল, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তোমার অপর ছেলেদিগকে সেই টাকা গুলি দিবে মনে করিয়াছ। তাহা পারিবে না, আদালত খোলা আছে। তোমাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিতেছে,—তোমার সকলি ভণ্ডামি,—তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি দিব্য করিয়া আহার করিয়াছ, আমরা বহুদর্শী লোক, রাজনীতি বুঝি, আমাদের নিকট ফাঁকি দিবার যো নাই। মিছা গোল করিওনা, কাজের ক্ষতি হয়।" জননী বলিলেন—বাছা, আমি মিছা কথা কহি নাই—বাছা। তোর দিব্য করে বলছি, আজ আমার খাওয়া হয় নাই। কোথা কি

পাব? তুমি ওমাসে তিনটী টাকা দিয়েছিলে, তাতেই সে মাসটী বেশ চলেছিল। গোপাল। এ বুড়ো মাকে আর কষ্ট দিস্ না।” জননীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

স্বদেশানুরাগী পুত্র বলিলেন—“এখন কাঁদ্‌লে কি হবে?—ও মায়াকান্না ঢের দেখিছি। একটুতে চোখ্ দিয়ে জল পড়ে,—যেন থিয়েটরের অভিনেত্রী। তোমার কাছে যদি কিছুই না থাকে, আমার বিশ্বাস, তবুও অন্তত এখনও দশ হাজার টাকা আছে।”

মাতা বলিতে লাগিলেন—গোপাল তোকে আর কি বুঝাব?—আমার অদৃষ্ট মন্দ,—পূর্ব্বজন্মে কোন পুত্রবতী মাতাকে কষ্ট দিয়া থাকিব, তাই এ জন্মে তার ফলভোগ করিতেছি। বাছা। আমার হাতে টাকা কি করে থাক্‌বে? তোর বাপ যখন স্বর্গে যায়, তখন তোরা সব শিশু,—সেই অবধি বিশ বৎসর কাল, একটী পয়সা কেহ রোজ-গার করিয়া দেয় নাই, সেই টাকা থেকে আমি তোদের ভরণপোষণ করেছি—লোক-লৌকতা রেখেছি—স্কুলের মাহিনা দিয়াছি, ঘরে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইয়াছি। গোপাল। বোধ হয় তোর মনে আছে, শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে—বাছা। আমি কার জন্য টাকা লুকায়ে রাখিব বল?—তোরাই ত আমার সর্ব্বস্ব, জীবনের জীবন। বাছা আমার অঙ্গে তিন হাজার টাকার গহনা ছিল, একে একে সবই বাঁধা পড়ে। শেষ কেবল তোমার পিতৃদত্ত একটী অঙ্গুরী ছিল,—তাহাতে তোমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল,—সর্ব্বস্ব

হারাইয়া সেটী আমি রাখিয়াছিলাম, কিন্তু বাছা সেটীও আর নাই”—

জননীব কণ্ঠরোধ হইল।

বাবু বলিলেন—“Halo! How have you lost that! আমি পিতার জীবনচরিত লিখিব মনে করিয়াছি, তাঁহাব চেহারা পাইলে পুস্তকে একটী প্রতিমূর্ত্তি দিবার ইচ্ছা ছিল।—তুমি বড় ডোকূলা, ছি! ছি! কি রকমে তাহা নষ্ট করিলে?”

জননী বলিলেন—“গোপাল! তোমার জন্যই তাহা হাবাইয়াছি। তখন আমাদের বড় কষ্ট—তোমাব পরীক্ষা দিবার জন্য ২০৲ টাকা চাই,—তুমি ছল ছল নয়নে আসিয়া বলিলে,—“মা কি হবে”—আমি তোমাব মুখ দেখিয়া বলিলাম, বাছা ভাবিস্ না।—আমি সেই অঙ্গুরী বেচিয়া তোমায় ২০৲ টাকা দিলাম,—বাছা তোমরাই আমার সব—এ সংসারে আমার আর কে আছে?” বুদ্ধিমান পুত্র বলিলেন—“তোমার কথায় আমাব বিশ্বাস নাই।” জননী বলিলেন—“গোপাল! বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই,— আমি তোমার বৃদ্ধ মা, আমি দুটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছি,—এ রাত্রে আমি কোথায় পয়সা পাব,—আমার বড় কষ্ট হইতেছে।” স্বদেশহিতৈষী পুত্রের তখনও ক্ষমা নাই, বলিলেন—তুমি বিরক্ত করিও না,—তোমার জ্বালায় অস্থির হইয়াছি,—খুজরা পয়সা দিব না, হিসাব-গোল হইবে, আমি কাল বৈকালে তোমাকে এ মাসের দরুণ ৩৲ টাকা দিব—শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।—Local

Self-Government এর scheme আজই draft করিতে হইবে।"

জননী উর্দ্ধমুখে যোডহস্তে, সজলচক্ষে ভগবানকে ডাকিলেন, "ভগবান আব আমায় যন্ত্রণাদিও না—যম। আমায গ্রহণ কব"—মনে মনে বলিলেন—চক্ষের জল ফেলিব না, বাছাব অমঙ্গল হইবে, এই বলিয়া জননী ধীবে ধীরে চলিযা গেলেন।

ক্রমে বাত্রি হইল। আমি কাণ্ড দেখিযা অবাক্ হইয়া পলাইবাব উপক্রম কবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বাবুজী বাক্স হইতে নূতন জডাও সুবর্ণ চুডি বাহির করিযা লইলেন,—এবং দ্রুতপদে অন্দবাভিমুখে চলিযা গেলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিযা আসিলাম, ইহাঁবাই কি আমাদেব স্বদেশহিতৈষী? ইহাঁবাই কি আমাদেব দেশেব গারিবল্ডী, ম্যাট্সিনি?—যেমন দেশ, তেমনি তাব গারিবল্ডা।

স্বদেশানুবাগ বড শক্ত পদার্থ। সহজে দেশেব প্রতি মমতা জন্মে না,—শিক্ষা চাই, সচবাচব একপুরুষে প্রকৃত দেশহিতৈশীতা জন্মে না। দুঃখ এই, আমাদেব দেশে অনেক বিডাল-তপস্বী হইযাছেন,—আগাছা জন্মিযা জঙ্গলময় দেশকে আবও জঙ্গলময কবিতেছেন। স্বদেশেব জন্য প্রাণ দিতে হয়, হৃদযেব শোণিত দিতে হব স্বার্থত্যাগ কবিতে হয। আমাদেব দেশেব স্বদেশানুবাগী পুরুষেব আত্মত্যাগ দূবে যাউক,- দুই পযসাব জন্য কাতব। ম্যাট্সিনি জীবনেব আশা পবিত্যাগ কবিযা, সংসাবসুখ ছাডিয়া, অর্থলোভ দমন

করিয়া, কতকাল অন্নকষ্টে থাকিয়া স্বদেশের কার্য্যে ঘুবিয়াছিলেন। তেমনটী এখানে কে আছেন? আমাদেব দেশেব লোকেব কার্য্য দেখিয়া ধিক্কার জন্মিয়াছে। সকলি কাল্পনিক, সকলি মৌখিক। তাই বলিতে হয়, দেশ অন্ধকারময়, বাঙ্গালী যে জড় পদার্থ, সেই জড় পদার্থই আছে,—যেরূপ নির্জীব ক্ষীণবল ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই,—চলিতে শিখে নাই, হামাগুড়ি দিয়া সেইরূপই চলিতেছে,—চক্ষু ফুটে নাই—পবেব চোখে সেইরূপই আবছাওয়া দেখিতেছে,—লাভেব মধ্যে এখন আমবা ভণ্ডতপস্বীব প্রতাপে মাবা যাইতেছি। ইহাব প্রতিকাব না হইলে আমাদিগেব আব মঙ্গল নাই।

অন্যা স্মৃতিবেন স্বা

ভারত মাতার শ্রাদ্ধ।

প্রথম সর্গ।

কাঁদে গয়াবাম, গুরু গভীব-গর্জ্জনে,—
"Awake, O ! mother, arise, awake,"
কথা ক মা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—গযাবাম,
তোব তবে থেটে থেটে গায়ে নাই বক্ত,
ব'কে ব'কে ভেঙ্গে গেছে গলা, লিথে লিথে 'নিব'
কত ভোতা—জে' মার্কা, কি আর অধিক ক'ব
কোমবে ধবেছে ফিক্—গাঁটে গেটে-বাত
—ভ্রমি কত রেলপথে দেশ দেশান্তরে।
আবাব ডাগর ডাকে ডাকি গো জননী,
Awake, O ! mother, arise awake'
তথাপি ভাবত মাতা নাহি দিল সাড়া,
স্তিমিত নযনযুগ্ম মলিন বদন,
বিশুষ্ক অধব-প্রান্ত, নিশ্চল শরীব,
এলো থেলো কেশবাশি—আছেন পড়িযা।
তথন ফুকাবি কেঁদে উঠে [illegible]রাম,
মা মোলো মা মোলো বুঝি হলো সর্ব্বনাশ।
কোথা হে মিষ্টাব যহু, মিস্ ক্ষুদিরাম,
মিসেস্ পাচী বা কোথা—এস অসমযে,
এ সাধের মায়ে বুঝি নাবিনু বাঁচাতে।
মাতাব সঙ্কট শুনি, এলো ধাওয়াধাই,
ভজহবি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিবাম, যহু —

বাম কবে স্ত্রীলোকেব ধাত দেখে ক্ষুদি,—
যদু চোঙ বসাইল জননীর বুকে,
পাঁচু ব্রাণ্ডি ঢেলে দিল জননীব মুখে
— মিশাইয়া জুস তাহে বাচ্ছা মোবগেব,—
ভজহবি ক্ষুবে কবি মুড়াইল মাথা,
গয়ারাম উচ্চবে ডাকিল আবাব
"Awake, O! mother, arise, awake,"
তথাপি নিঠুব মাতা না দিল উত্তব।
তখন বুঝিল সবে নিশ্চয মবণ।
ধবাধবি কবি মায়ে কবিল বাহির।
বিলপিল ভক্তবৃন্দ কবি হায হায।
হবি হবি বলো সবে সর্গ হলো সায॥

দ্বিতীয সর্গ।

কৃষ্ণ অঙ্গে কালো-কোট পবে গযাবাম,
কালো কোটে বসাইল কালো বং ফিতা—
ত্রিকালোয গযাবাম সাজিল অদ্ভুত—
ভুষো-মাখা ভোম্‌বা যেন ঢাকা দিল মেঘে।
একে একে, দুযে দুযে সন্তান সকল
অশৌচ গ্রহণ কবে মাযেব লাগিযা।
তখন বিবলে বসি ভাবিল যুকতি,—
"কিরূপে হইবে শ্রাদ্ধ, কিরূপে সদ্‌গতি," '
উত্তরিল ভজহবি কবি যোড কব,—
"শুন মন দিয়া, এ যে বিষম ব্যাপাব,—

পুড়াবে কি মাতৃ-অঙ্গ জাহ্নবীর কূলে ?"
ছি ছি ছি, ছি ছি ছি ধ্বনি করে গয়ারাম ;—
"কি কহিলি, রে বর্ব্বর ! বাঙ্গালী কুলের কালী
ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ—
আলোকিত দেশ যত সভ্যতা আলোকে,—
অসভ্যতা-পণা এবে দাহি দেহ। শুধু
দাহ নহে—গঙ্গা উপকূলে—! Prejudice !
Thy name is Traitor,—শুনিবে যখন,
ইংলণ্ডবাসী এ কথা, কাটি কবি কালী
দিবে মুখে, - হাসালি জগৎ,—উপযুক্ত
শিষ্য তুই না পারিলি হ'তে ভাগ্যদোষে।
ছল ছল চোখে পুন বলে ভজহরি,
"না বুঝিয়া গুরুদেব কেন দাও গালি ?
এই কি বিশ্বাস তব,—আমিই বলিব
দাহিবারে দেহ ?—সভ্য ভূমি-সম্মানিত
নহে যাহা ?—যুনানী মণ্ডলে যাহা নহে
প্রচলিত ?—গোর দিব মাকে, সার কথা
এই।" ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনি উঠিল সভায়
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ বলি দিল করতালি।
"কোথা দিবে মাতৃ গোর ?" হাঁকে গয়ারাম।
"ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবি" নামে আছে পুণ্যভূমি,
বিলাতের এক প্রান্তে,—সতীসাধ্বী রাণী
এলিজেবেথের পাশে, গোরিব মায়েরে,
অথবা ফরাসী-ভূমে, শ্রীমতী বোলান্দ

আছেন শয়ান যথা—পতিপরায়ণা
গুণবতী সতী। আনন্দ লহরী-লীলা
খেলিল সভায়, উঠিল সুখের ঝড়,
মড়্মড়ি কাঁপিল গেহ;—ফুরাইল সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

মায়েব ছরাদ হবে—দিন স্থির হয় কবে,
ভক্তগণ ভাবিয়া আকুল।
খৃষ্টেব জনমক্ষণ, স্থিব করে ভক্তগণ,
সেই দিনে সব সুপ্রতুল॥
কিবা শ্রাদ্ধ-আয়োজন, কিবা তার উপকরণ,
কাব হাতে দিব যজ্ঞভাব।
কোথা হতে টাকা পাই, উপায় চিন্তহ নাই,
অসময়ে ভাব নাম তাঁব॥
শ্রাদ্ধ হবে টৌনহলে, পৌরহিত্য জনবুলে,
মন খুলে করিনু অর্পণ।
উৎসর্গ হইবে বৃষ,—মায়ের সপ্ত পুরুষ,
স্বর্গধামে করিবে গমন॥
টাকা চাই টাকা চাই, কোথা গেলে টাকা পাই,
কেমনে পূরিবে মনস্কাম।
গয়ারাম বলে ছি! টাকার ভাবনা কি,
টাকা তোলা কত বড কাম॥
চাঁদার বাঁধহ খাতা, রূল টান পাতা পাতা
নাম রাখ শ্রাদ্ধ-ফণ্ড বলি।

দেশে দেশে সবে ফিরি, সহি লও বাড়ী বাড়ী,
ত্ববাত্ববি কাঁধে লও ঝুলি॥
কলিকালে হৃদ্দমুদ্দ, মায়ের হইবে শ্রাদ্ধ,
আদ্যক্রিয়া ভারত ভিতর।
পিণ্ডি দিবে গয়াবাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
কবতলে ধর্ম্ম-অর্থ-বর॥
চাদার খাতা বগলে, চলেছে মা-মরা-ছেলে,
মুখে উড়ে চুবটের ধূম।
"ভিক্ষা দাও গো প্রতিবাসি, মা মবেছে দেখ আসি,
শ্রাদ্ধ হবে মহা ঘটা ধূম॥"
দ্বিজ কবিবত্ন ভণে, ঝুলি পূবি দাও ধনে,
জননীব হইবে উদ্ধাব।
বাসি মডা ঘরে পচে, টাকা দিলে মান বাঁচে,
সর্গ শেষ হৈল এইবাব॥

চতুর্থ সর্গ।

তেজপুঞ্জ যোগী এক, গৌবাঙ্গ ববণ,
ধক ধক্ জলে চক্ষু, ভালে শশিকলা,—
কহিতে লাগিল ধীবে, সুগম্ভীব স্ববে—
"কেন বাপু, ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রম অকারণ?
কে কহিল,—মবেছেন, ভাবত-জননী?
অনন্ত অক্ষয় মাতা মবিবার নয়।"
উত্তবিল গয়াবাম হাসি হাসি মুখে,—
কি বলিলে? মবে নাই মা? ভণ্ড যতি
তুই।—ডেকেছি ইংবেজী ছন্দে শতবাব

মাকে,— সাড়া নাহি দিল তবু মাতা। কুদী
বলে, ফরাসী ভাষায় ডাকিয়াছি আমি ,—
বলে ভজহরি, জননীরে জর্ম্মাণেতে
সম্বোধিছি কত, তবু নিরুত্তর হায়।
যথা যবে পোড়া শোল মাছে, দিয়া নুন
কচুটিলে আর নাহি বঙ্গে ভঙ্গে নড়ে,
—যদিও পুকুরে তাহা ফেলাইয়া দাও।
কহিলেন যোগীবর, "ভ্রান্ত বড় তোরা।
ডাক্ দেখি রসনায় সেই সুধানাম,
— মা, মা বলে—কাতরা জননী উঠিবেন
জেগে ,—চুম্বি মুখ, সন্তানে দিবেন কোল।"
ঐ শোন কি বোল বলিছে মাতা মোরে,
"পুত্র। বল দেখি সত্য করি, এতক্ষণ
বিকৃত ভাষায় বা'বা, বিকৃত বসনে,
বিকৃত স্বরেতে ডেকেছিল কার নাম ?
—কিছু বুঝি নাই ,—ডাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ।"
গয়ারাম বলে ওহে ভজহরি ভাই—
মাতাকে পেয়েছে পেত্নি,—মড়া কয় কথা।
চলহ পলাই সবে এ কুস্থান হতে ,
জীবন হারাই বুঝি এ শ্রাদ্ধ শঙ্কটে।
ছাড়িব না পিণ্ড দান, চাঁদার আদায়।
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।

সম্পূর্ণ।

পাতা মুড়িবেন না।